ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 April, 2024 ■ আগরতলা ১২ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ২৯ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## স্বজন প্রীতি ও দুর্নীতির রেড়াজালে নিমজ্জিত কংগ্রেস ঃ প্রধানমন্ত্রী

**করৌলি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) ।।** মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার রাজস্থানের করৌলি-ধোলপুরে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন এবং জনগণকে রাজস্থানের ২৫টি আসনে পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে পদ্ম ফোটানোর আহ্বান জানিয়েছেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভজন লাল শর্মা, রাজস্থান সরকারের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রী জওহর সিং বেদাম এবং করৌলি-ধোলপুর লোকসভা প্রার্থী শ্রীমতি ইন্দু দেবী জাটব এবং অন্যান্য দলের নেতারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদী গত ১০ বছরে বিজেপি সরকারের করা কল্যাণমূলক কাজের কথা উল্লেখ করেছেন এবং জম্মু ও কাশ্মীর ইস্যুতে কংগ্রেসকে কোণঠাসা করেছেন। বিশিষ্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী জি বলেন যে ক্ষমতা থেকে দূরে থাকার পরে, তাদের চিন্তাভাবনা এতটাই সংকীর্ণ হয়ে গেছে যে তারা মহারানা প্রতাপের ভূমিকে জিজ্ঞাসা করে, যে দেশের বাকি অংশের সাথে কাশ্মীরে কী সম্পর্ক।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, করৌলি-ধোলপুরের ভূমি ভক্তি ও শক্তির ভূমি। করৌলি হল বৃজধাম, যেখানকার মাটিও মাথায় লাগানো হয়।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে ৩০ লাখ সরকারি চাকরি দেবে ঃ রাহুল গান্ধী

**বিকানের, ১১ এপ্রিল (হি.স.) ।।** কংগ্রেস সরকার গঠন করলে ৩০ লক্ষ সরকারি চাকরি দেওয়া হবে, বৃহস্পতিবার রাজস্থানের অনুপগড়ে আয়োজিত একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। তিনি এদিন আরও বলেন, কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় এলে সরকার ও পিএসইউতে ঠিকাদারি ব্যবস্থা বন্ধ করা হবে। সেইসঙ্গে সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরতদের স্থায়ী চাকরিও দেওয়া হবে। বিকানের লোকসভা আসন থেকে কংগ্রেস প্রার্থী গোবিন্দরাম মেঘওয়ালের সমর্থনে বৃহস্পতিবার রাজস্থানের অনুপগড়ে রাহুল একটি নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি বলেন,

আমাদের সরকার ক্ষমতায় এলে আমরা কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সমর্থন মূল্যের আইন বাস্তবায়ন করব। নরেন্দ্র মোদী যদি শিল্পপতিদের ঋণ মকুফ করতে পারেন তাহলে কংগ্রেস কৃষকদের ঋণ মকুব করে একই কাজ করবে।

রাহুল গান্ধী এদিন আরও বলেন যে মোদী যে অর্থ বিলিয়নিয়ারদের দিয়েছেন, নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরে আমরা তা দরিদ্র, অনগ্রসর শ্রেণী, আদিবাসী এবং দলিতদের দেব। লোকেরা বলে যে এটি অভ্যাসটি নষ্ট করবে, কিন্তু কেউ কি আমাকে বলতে পারেন যে মোদী যখন ধনীদের টাকা মকুফ করেন তখন তাদের অভ্যাসটি নষ্ট হয়ে যায় না?

## কংগ্রেস-সিপিএম নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে জোট হয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।।** সংবিধানের বিরুদ্ধে জাতপাতের রাজনীতি করে ২৫ বছর ক্ষমতায় ছিল সিপিএম। জনগণকে ভয় দেখানোর রাজনীতি করত তারা। আজ বড়দোয়ালী মন্ডলের ৩৯নং ওয়ার্ডে নির্বাচনী সমাবেশে সিপিএমের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডাঃ) মানিক সাহা।

এদিন তিনি বলেন, সিপিএমের আমলে দক্ষিণ জেলায় ৬৯ জনকে কংগ্রেস করার অপরাধে খুন করা হয়েছিল। আজ সেই সিপিএম গণতন্ত্র নিয়ে কথা বলছে। জনগণকে ভয় দেখানোর রাজনীতি করত সিপিএম। বিগত দিনে কট্টর সিপিএম হলেই সমাজে ভালো মানুষের পরিচয় পেত।

তাঁর কথায়, সংবিধানের বিরুদ্ধে জাতপাতের রাজনীতি করে ২৫ বছর ক্ষমতায় ছিল সিপিএম। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী জাতপাতের রাজনীতি করে না। জাতপাতের উর্দ্ধেও রাজনীতি হয় তা দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী জোর গলায় বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন দেশে চারটি জাত আছে- মহিলা, গরিব, যুব এবং কৃষক। এই চার জাতের উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। তিনি আরও বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।কারণ, আগামীদিনে নতুন দেশ নির্মাণে রূপরেখা তৈরী করা হবে। বিগত দিনে হিন্দু মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা হত। কিন্তু ২০১৪ সালের পর হিন্দু মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা হয়নি।

তাঁর কটাক্ষ, কেরলে সিপিএম ও কংগ্রেস একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আর ত্রিপুরার সিপিএম ও কংগ্রেসের অশুভ জোট হয়েছে।সিপিমের আমলে বহু কংগ্রেসকর্মীদের খুন হয়েছে। এখনো সেই রক্তে মাখা হাত শুকায়নি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, আজ সেই কংগ্রেস ও সিপিএম নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে জোট হয়েছে। তাই জনগণকে তিনি এই অশুভ শক্তি থেকে বাঁচার জন্য সাবধান করেছেন।

## নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ, বরখাস্ত এক শিক্ষক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।।** কামিনী কুমার সিংহ মেমোরিয়াল উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পিজিটি পদে কর্মরত স্বপন কুমার দাসকে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন করার অভিযোগে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ রাজ্যের এক প্রভাতী দৈনিক সংবাদপত্রের খবরের ভিত্তিতে ১-পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় নির্বাচনক্ষেত্রের রিটার্নিং অফিসারের তদন্তে স্বপন কুমার দাসের বিরুদ্ধে নির্বাচনী আদর্শ আচরন বিধি ভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হয়। সেই অনুসারে অধিকর্তা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিকার, স্বাক্ষরিত আদেশ অনুসারে স্বপন কুমার দাসকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

## বিরোধী দলনেতাকে কটাক্ষ করে বিপ্লব

## তিনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দিবাস্বপ্নে বিভোর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।।** ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার দিবাস্বপ্নে বিভোর জিতেন্দ্র চৌধুরী। কিন্তু তাঁর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ব্যক্তিত্বই নেই। তিনি আদা কেলেঙ্কারীর নায়ক। তাই লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা থেকে সিপিএমকে চিরতরে বিদায় জানানো হবে। আজ কৃষ্ণনগর এডভাইজার চৌমুহনি নির্বাচনী জনসভায় সিপিএমের বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীকে নিশানা করে বিদ্রুপের সুরে একথা বলেন পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনে বিজেপি প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেব।

তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরার রাজনৈতিক খুন বামফ্রন্টের আমল থেকে শুরু হয়েছিল। বাম আমলে বহু কংগ্রেস কর্মী খুন হয়েছিল।

এদিন শ্রী দেব প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিস কুমার সাহাকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে বলেন, ত্রিপুরায় জোট সরকারের আমলে রাজ্যবাসীর উন্নয়নের জন্য কি কাজ করেছিল। ত্রিপুরার মানুষ জানতে চাইছেন জনস্বার্থে কি কি কাজ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রাতের আঁধারে সিপিএমের মহকুমা সম্পাদকের বাড়ি আক্রান্ত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।।** লোকসভা ভোট যতই এগিয়ে আসছে ততোই যেন কৈলাসহরে রাজনৈতিক সন্ত্রাস বৃদ্ধি পাচ্ছে। বুধবার গভীর রাতে সি.পি.আই.এম কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামীর কাচেরঘাট এলাকায় তাঁর নিজ বাড়িতে বড় ধরনের অগ্নিসংযোগ এবং বড় ধরনের দুর্ঘটনা সংঘটিত করার জন্য পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করেছে এবং বাড়ির ভিতরে এলোপাতাড়ি ভাবে কাঁচের বোতল নিক্ষেপ করেছে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট কাচেরঘাট এলাকা সহ গোটা কৈলাসহরে তীব্র আতংক বিরাজ করছে। এব্যাপারে কৈলাসহর থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে।

সম্পুর্ন ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

### বিলোনিয়ায় নির্বাচনী সমাবেশে মানিক

## বিজেপি ফের ক্ষমতায় এলে দেশে নির্বাচনী ব্যবস্থা সমাপ্ত হয়ে যাবে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।।** বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় আসলে দেশে নির্বাচনী ব্যবস্থা সমাপ্ত হয়ে যাবে। এবারই অন্তিমবারের মতো দেশবাসী নির্বাচনের সাক্ষী থাকবেন। কারণ, জনগণের ভোটাধিকারের অধিকার কেড়ে নেওয়া হবে। আজ ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থীদের সমর্থনে বিলোনীয়ায় নির্বাচনী সমাবেশে এই ভবিষ্যৎবাণী দিয়েছেন সিপিএম পলিটব্যুরো সদস্য তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার।এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীও।

এদিন মানিক বাবু বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেই গণতন্ত্র মানছেন না। গণতন্ত্রকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। নতুন গণতন্ত্র তৈরী ক করবে বিজেপি সরকার।

এদিন তিনি আরও বলেন, সংবিধানে নাগরিকত্ব পেতে গেলে ধর্ম গ্রহণ করতে হবে তা লেখা নেই। ধর্ম গ্রহণ না করলে নাগরিকত্ব হারাতে হবে। এটা ভুল। রাষ্ট্রের কোনো

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিজেপির পতন এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা, সুদীপ বর্মন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।।** আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে লড়াই ফ্যাসিবাদী বনাম ভারতীয়।যাঁরা সংবিধান বিশ্বাস করেন ফ্যাসিবাদীর সাথে তাঁদের লড়াই। বিজেপি সরকারের পতন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।আজ ইন্ডিয়া ব্লকের প্রার্থীদের সমর্থনে বিলোনীয়ায় নির্বাচনী সমাবেশে এমনটাই দাবি করেছেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

এদিন তিনি বলেন, বিজেপি গত ১০ বছরে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার কিছুই পূরণ করতে পারেনি।ঘরে ঘরে চাকরি তো দূর, মানুষ খাদ্যের অভাবে ভুগছে। বিজেপি সরকারের আমলে জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।পাশাপাশি বেকার সমস্যা ও বৃদ্ধি পেয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, দেশ ধর্মের নামে বিভাজিত হতে যাচ্ছে। তাই ভোট দেওয়ার আগে বার কয়েক ভেবে ভোট দেওয়ার আহবান করেন সুদীপ রায় বর্মন। আগামী ১৯ এপ্রিল ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীর সমর্থনে ভোট দিয়ে বিজেপিকে পরাস্ত করার আহ্বান করেন তিনি।

তাঁর কথায়, দেশ ও দেশবাসীকে বাঁচাতে ইন্ডি জোট নাম মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে।এবারের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ন। কারণ , আসন্ন লোকসভা নির্বাচন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নির্বাচন।

## রাজ্যে পালিত ঈদ-উল-ফিতর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।।** ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরায় উদযাপিত হয়েছে মুসলমানদের অন্যতম প্রধান উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। আজ সকালে রাজধানী আগরতলায় গেদু মিয়া মসজিদে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা।

প্রসঙ্গত, যথাযোগ্য মর্যাদায় রাজ্যেও পালিত ঈদ-উল-ফিতর। এদিন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আলিঙ্গনের মধ্য দিয়ে একে অপরকে আপন করে নিয়েছেন। আগরতলায় গেদু মিয়া মসজিদে নামাজ পাঠ করেছেন মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা। এদিন নামাজ পাঠ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া।

এদিন গেঁদু মিঞা মসজিদের ইমাম মৌলানা আব্দুর রহমান সবাইকে নামাজ আদাহ করিয়েছেন। তিনি বলেন, একমাস ব্যাপী রমজান শেষে আজ পালিত হচ্ছে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। রাজ্যের ও বহিরাজ্যের সমস্ত মুসলিম ভাই ও বোনদের পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।।** নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে ১-পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় নির্বাচনক্ষেত্রের অন্তর্গত ৮৫ উদ্ধ বয়স্ক নাগরিক এবং দিব্যংগজনদের বাড়ি বাড়ি ভোট গ্রহণ শুরু হয় ১০ এপ্রিল,২০২৪ ইং। প্রথম দিনে বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ১-পশ্চিম ত্রিপুরা সংসদীয় কেন্দ্রে ৩৪৯৩ জন ভোটার ভোটদান করেন। অন্যদিকে ৭-রামনগর বিধানসভা কেন্দ্রের উপ-নির্বাচনে বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায় ১৩১ জন ভোটার ভোটদান করেন। আগামী ১২

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ভোটারদের সচেতনতার লক্ষ্যে কমিশনের আলপনা কর্মসূচি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।।** ভোটারদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন ।এর মধ্যে অন্যতম হল আলপনায় ভোটাদের সচেনতা বৃদ্ধি করা। আজ পশ্চিম জেলা শাসকের কার্যালয়ের এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মূলত, নতুন ভোটারদের বেশিমাত্রায় ভোটকেন্দ্রে আকৃষ্ট করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জনৈক শিল্পী জানিয়েছেন, লোকসভা নির্বাচন ও রামনগর উপনির্বাচনে রাজ্যের চিত্র শিল্পীদের মাধ্যমে নতুন ভোটাদের ভোট কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট করতে

নির্বাচন কমিশন এই উদ্যোগ নিয়েছে। এই কর্মসূচিতে প্রায় ৫০ জন চিত্র শিল্পী কাজ করছেন। এদিন তিনি নতুন ভোটাদের ভোট প্রদানে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করেছেন।

আজকের অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশন পুনিত আগারওয়াল এবং জেলা নির্বাচন আধিকারিক (ডিইও) তথা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পুনিত

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## আগুনে পুড়ে মৃত্যু স্ত্রীর গুরুতর আহত স্বামী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১১ এপ্রিল ।।** রহস্যজনকভাবে আগুনে পুড়ে মৃত্যু স্ত্রীর। ওই ঘটনায় গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বামী। আজ বিলোনিয়া পাইখলা এলাকায় ওই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কিন্তু কিভাবে তাঁদের শরীরে আগুন লেগেছে এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি।

গৃহবধূর পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, বিলোনিয়া পাইখলা এলাকায় বাসিন্দা অনুপ পালের স্ত্রী গীতা পাল। আজ হঠাৎ পরিবারের রান্নাঘর থেকে আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পেয়েছেন। সাথে সাথে

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## দোকান থেকে স্বর্ণালঙ্কার চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল ।।** উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরস্থিত রাজন জুয়েলার্সে প্রকাশ্য দিবালোকে স্বর্ণালংকার চুরি কান্ডের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে পানিসাগর বাজারের ভগবতী জুয়েলারিতে ।পরে পুরো ঘটনাটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজে পরখ করে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন দোকান মালিক।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ছয় এপ্রিল দুপুর একটা একান্ন মিনিট নাগাদ পানিসাগর বাজারস্থিত ভগবতী

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০ ◘ সংখ্যা ১৮২ ◘ ১২ এপ্রিল ২০২৪ ইং◘ ২৯ চৈত্র ◘ শুক্রবার ◘১৪৩০ বঙ্গাব্দ

## অস্থায়ী পদেও সংরক্ষণ!

সংরক্ষণ ইসুতে বিরোধীদল কংগ্রেস শাসক পক্ষকে ঘায়েল করিবার জন্য নানা কৌশল গ্রহণ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া পিছাইয়া পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সংরক্ষণ ইস্যুতে কংগ্রেস দল দেশজুরিয়া আন্দোলন সংগঠিত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। লোকসভা নির্বাচনের আগে এটি বিরোধীদের অন্যতম নির্বাচনী হাতিয়ার বলিয়ায় তাহারা মনে করিতেছে। অন্যান্য প্রসাদ পদ জনগোষ্ঠীর ভোট আদায় করিবার কৌশল হিসেবেই সংরক্ষণ ইস্যুতে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেছে বিরোধীরা। কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় মুখর হইয়া কংগ্রেস দল যখন সারা দেশেই আন্দোলন সংগঠিত করিতে শুরু করিয়াছে ঠিক সেই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি চাকরির পাশাপাশি অস্থায়ী কিংবা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক পরিবার যে উদ্যোগ গ্রহণ করিতেছে তাহা বিরোধীদের রাজনৈতিক কৌশলকে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে বলিয়া মনে করিতেছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহল।

শুধু স্থায়ী সরকারি চাকরিতে নয়, অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও সংরক্ষণ পাইবেন পিছিয়ে পড়ারা। সুপ্রিম কোর্টে জানাইয়া দিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের সব মন্ত্রক এবং দপ্তরকে এই নির্দেশিকা কার্যকর করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানাইয়াছে কেন্দ্র।এমনিতে স্থায়ী সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে তফসিলি জাতি , উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিভুক্তরা সংরক্ষণ পান। তবে অস্থায়ী চাকরির ক্ষেত্রে এমন নিয়ম বাধ্যতামূলক নয়। এবার মোদি সরকার জানাইয়া দিল, ঠিকা তথা অস্থায়ী সাময়িক নিয়োগেও সংরক্ষণ দেওয়া হইবে। কেন্দ্র জানাইয়াছে ৪৫ দিন বা তাহার বেশি সময়ের জন্য নিয়োগ করা

হইলে সেক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণ নীতি মানিয়া চলিতে হইবে। অর্থাৎ স্থায়ী নিয়োগের ক্ষেত্রে যে হারে সংরক্ষণ দেওয়া হয়, অস্থায়ী নিয়োগেও সেই হারে সংরক্ষণ দেওয়া হইবে।অস্থায়ী চাকরিতে সংরক্ষণের সুপারিশ করিয়াছিল তফসিলি জাতি ও উপজাতি সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটিই। সেই সুপারিশ মানিয়া নিয়াছে তাঁহারা। তবে লোকসভা ভোটের আগে এই সিদ্ধান্ত মাস্টারস্ট্রোক হইতে পারে। কারণ এখন বহু রাজ্যই খরচ কমাইতে সরকারি চুক্তিভিত্তিক নিয়োগে জোর দিতেছে। সেক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়ারা নিজেদের বঞ্চিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন।গোটা দেশে জাতিগত জনগণনাকে ইস্যু করিতে চাইতেছে বিরোধীরা। কংগ্রেস ইতিমধ্যেই ওবিসিদের বঞ্চনা নিয়া প্রচার শুরু করিয়া দিয়াছে। কেন্দ্রের এই নয়া সিদ্ধান্ত কিছুটা হইলেও বিরোধীদের সেই প্রচারের পাল্টা হাতিয়ার হইতে পারে কেন্দ্রের জন্য।

## হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে দুর্ঘটনার কবলে স্কুল বাস; ৬ পড়ুয়ার মৃত্যু, আহত আরও ১৪

মহেন্দ্রগড়, ১১ এপ্রিল (হি.স.): হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি স্কুল বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ স্কুল পড়ুয়ার, এছাড়াও কমপক্ষে ১৪ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। স্কুল বাসের চালক ""''মদ্যপ""'' অবস্থায় ছিল বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মহেন্দ্রগড়ের কানিনা মহকুমার অন্তর্গত উনহানি গ্রামের কাছে। ঈদের ছুটি সত্ত্বেও স্কুলটি খোলা ছিল এদিন।

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কানিনা শহরের স্কুলে যাচ্ছিল বাসটি। উনহানি গ্রামের কাছে পৌঁছলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, এরপর বাসটি উল্টে যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসের ভিতর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। এরইমধ্যে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ শিক্ষার্থীর এবং ১৪ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। বাসের চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

## এনআরসি-র সঙ্গে সিএএ-এর কোনও সম্পর্ক নেই, মমতাকে বললেন রবিশঙ্কর

পাটনা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): এনআরসি-র সঙ্গে সিএএ-এর কোনও সম্পর্ক নেই। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে একথা বললেন বিজেপি নেতা রবিশঙ্কর প্রসাদ। তিনি বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ঢুকে পড়েছে বিজেপি। এনআরসি-র সঙ্গে সিএএর- কোনও সম্পর্ক নেই। তিনি (পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) কি চান না, বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুরা দেশে জায়গা পাক?'

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, সিএএ, এনআরসি মানব না।' কলকাতার রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বিজেপিকেও আক্রমণ করেন তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে আক্রমণ করে রবিশঙ্কর প্রসাদ আরও বলেছেন, তিনি কি শুধু রোহিঙ্গাদের রক্ষা করতে চান, নাকি সন্দেশখালির শাহজাহান শেখের মতো মানুষকে? বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে টিএমসি-কে খারাপভাবে পরাজিত করবে এবং রাজ্যের ফলাফল বিস্ময়কর হবে।'

## ২২ মার্চ ছেড়েছিলেন কংগ্রেস, এবার বিজেপিতে যোগ দিলেন গুজরাটের রোহান গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দিলেন গুজরাটের প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা রোহান গুপ্তা। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। বিজেপি নেতা হরদীপ সিং পুরী তাঁকে গেরুয়া শিবিরে স্বাগত জানান।

এদিন বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর রোহান গুপ্তা বলেছেন, 'কত দ্বন্দ্ব থাকতে পারে? সেখানে একজন কমিউনিকেশন ইনচার্জ আছেন যার নামে ""''রাম""'' আছে, তিনি আমাদের চুপ থাকতে বলেছিলেন, যখন সনাতনের (ধর্ম) অবমাননা হচ্ছিল। দেশের নাম ব্যবহার করে একটি জোট করা হয়েছে, অথচ ""''দেশ বিরোধী শক্তি""'' তাতে অন্তর্ভুক্ত।' উল্লেখ্য, গত ২২ মার্চ কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেন রোহান, দলের এক নেতার বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে তিনি কংগ্রেস ছেড়েছিলেন।

## লোকসভার ভোটের তৃতীয় দফায় বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে ১২ এপ্রিল, ওই দিনই শুরু হবে মনোনয়ন জমা

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা ভোটের দ্বিতীয় দফায় বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে ১২ এপ্রিল, শুক্রবার। ওই দিন থেকেই তৃতীয় দফায় ভোটের জন্য মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে যাবে। বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে।

নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, লোকসভা নির্বাচনের তৃতীয় দফার বিজ্ঞপ্তি জারি হবে ১২ এপ্রিল। বৃহস্পতিবার থেকেই শুরু হয়ে যাবে মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার প্রক্রিয়াও।

# ঋষি অরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে ছিল বিপ্লবীদের অবাধ বিচরণ

### প্রদীপ মারিক

অরবিন্দ ঘোষের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক প্রেরণার উৎস ছিল আয়রলান্ড ও রাশিয়ার চলমান বিদ্রোহ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা। বরোদা কলেজে অধ্যাপনাকালে তিনিই মহারাষ্ট্রের ঠাকুর সাহেব নামে জনৈক ব্যক্তি পরিচালিত বৈপ্লবিক 'গুপ্ত সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত হল এবং বাংলাদেশে গুপ্ত সমিতি গঠনের কাজে মনোনিবেশ করেন। মুম্বাইয়ের 'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় 'নিউ লাম্পস ফর দ্যা ওল্ড' শিরোনামে প্রকাশিত প্রবন্ধমালায় নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের চরতম দুর্বলতা, অপদার্থতার সমালোচনা করে তিনি জাতিকে রক্ত ও অগ্নিস্নানে পবিত্র হয়ে চরম অত্মদানের মাধ্যমে এক বলিষ্ঠ কর্মপন্থা গ্রহণের আহ্বান জানান। দেশ বলতে অরবিন্দ ঘোষ পাহাড় -পর্বত, নদ-নদী প্রভৃতির নিছক কোনও জড় পদার্থকে বোঝেননি, তার কাছে দেশ ছিল চিন্ময়ী মাতৃস্বরূপা। জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি কেবলমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তিই চাননি, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদ তার কাছে ছিল ধর্মের শামিল। কার কাছে সনাতন হিন্দু ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের নামন্তর। জাতির জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি বুঝতেন জাতীয় জীবনের পরিপূণতা, প্রাচীন ভারতীয় সত্যযুগের পুনরুত্থান, দূর অতীতের মতো বিশ্ব দরবারে ভারতের শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈদান্তিক আদর্শের পরিপূর্ণতা লাভের জন্য জনগণের আত্ম-স্বাধীনতা। 'বন্দে মাতরম' 'কর্মযোগীন' ও 'ধর্ম' পত্রিকায় তার এসব আদশই প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হলে তিনি বরোদা কলেজের সাড়ে সাতশো টাকা বেতনের উপাধ্যাক্ষের চাকরি ত্যাগ করে বিনা বেতন কলকার 'জাতীয় কলেজে' অধ্যাক্ষের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন। সেই সময় ১৯০৬ সালে ডিসেম্বর মাসে তিনি 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব হরণ করেন, এবং সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপ দেন। তাঁর পরিচালনায় 'বন্দে মাতরম' পত্রিকা প্রবল জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং জাতীয়তাবাদী দলের মুখপাত্রে পরিণত হয়। এই পত্রিকা মারফত তিনি দেশবাসীকে স্বদেশি ও স্বরাজ -এর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন, নরমপন্থী রাজনীতির দুর্বলতা সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন এবং সরকারি অপশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত আনেন। ভারতবর্ষে তিনিই সর্বপ্রথম জাতিকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রমুক্ত পূর্ণ 'স্বরাজ' -এর মন্ত্রে দীক্ষিত করেন এবং স্বরাজ অর্জনের উপায় হিসেবে নিস্ক্রিয় প্রতিরোধ (স্বদেশি ও রয়কট) ও বিপ্লববাদের কথা বলেন। এইদিক থেকে তিনি অহিংস অসযোগের প্রবর্তক গান্ধিজি এবং সশস্ত্র সংগ্রামের প্রতিমূর্তি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের অগ্রদূত। কেবলমাত্র প্রকাশ্য গণ আন্দোলন নয় প্রকৃত অর্থেই ঋষি অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন বঙ্গীয় বিপ্লববাদের প্রাণপুরুষ ও মন্ত্রগুরু। তাঁর প্রত্যক্ষ উৎসাহ, পরামর্শ ও নেতৃত্বে মানিকতলা বাগানবাড়িতে যুগান্তর দলের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং বাংলার বুকে বিপ্লববাদী কার্যকলাপ চলতে থাকে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আলিপুর বোমা মামলায় তিনি ধৃত হন। এ সময় তাঁর আইনজীবী চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁকে স্বদেশপ্রেমের কবি, জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ও মানবতার প্রেমিক বলে অভিহিত করেন। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার কোন্নগরের অতিহ্যশালী প্রাচীন ঘোষ বংশের সন্তান ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট এই বীর বিপ্লবী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন ডা. কৃষ্ণধন ঘোষ। অরবিন্দের মাতা স্বর্ণলতা দেবী ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসারী। অরবিন্দ কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল 'পদ্ম' অরবিন্দ তাঁর জীবনের প্রথম পাঁচটি বছর রংপুরে অতিবাহিত করেছিলেন। ইংরেজি পদ্ধতিতে সন্তানদের শিক্ষা দেওয়ার অথিপ্রায় নিয়েই অরবিন্দের পিতা ১৮৭৭ সালে, অরবিন্দ ও তাঁর দুই অগ্রজ ভাইকে দার্জিলিং'র লোরেটো কনভেন্ট স্কুলে প্রেরণ করেন। ১৮৮৯ সালে পিতার স্বপ্ন সার্থক করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। পরতবর্তীকালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কিংস কলেজে বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং কিছু মাস বাদে আইপিএস-এর লিখিত পরীক্ষায় পাশ করেন ১১ তম স্থান লাভ করে। ১৮৯২ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ট্রাইপস' লাভ করেন। ভারতীয় সংস্কৃতিকে নিয়ে গভীর অধ্যায়ন করেন অরবিন্দ ঘোষ। নিজ উদ্যোগ নিয়ে সংস্কৃত, হিন্দি এবং বাংলা ভাষার উপর বিশেষ জ্ঞান রপ্ত করেছিলেন। তবে পরবর্তী সময়কালে তাকে বরোদা কলেজে ফরাসি ভাষার শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয় যেখানে তিনি প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কলেজের উপাধ্যক্ষের পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বরোদায় বসবাসকালীন সময়েই তাঁর প্রথম কাব্য সঙ্কলন 'দ্য ঋষি' প্রকাশিত হয়। ঠিক সেই সময়েই অরবিন্দ ঘোষ ব্রিটিশ বিরোধী সক্রিয় রাজনৈতিতে অশংগ্রহণ করেন যেখানে তাঁর সঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা এবং লোকমান্য তিলকের সঙ্গে পরিচিতি ঘটে। ১৯০৮ সালে ক্ষুদিরাম বোস এবং প্রফুল্ল চাকি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলেন, যিনি জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে বিশেষভাবে কঠোর শাস্তি প্রদানের জন্য পরিচিত একজন বিচারক। ইহোক, তার ঘোড়ার গাড়িতে নিক্ষিপ্ত বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং পরিবর্তে অন্য একটি গাড়িতে আঘাত করে এবং ব্যারিস্ট্রার প্রিঙ্গল কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা দুই ব্রিটিশ মহিলার মৃত্যু হয়। হামলার পরিকল্পনা তা তদারকির অভিযোগে অরবিন্দকেও গ্রেফতার করা হয এবং আলিপুর জেলে নির্জন কারাগারে বন্দি করা হয়। জেল প্রাঙ্গণে প্রধান প্রসিকিউশন সাক্ষী

নরেন গোস্বামীকে হত্যার পর পরবর্তী বিচারে তাকে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হয়, যা পরবর্তীকালে তাঁর বিরুদ্ধে মামলাটি ভেঙে পড়ে। অরবিন্দ পরবর্তীকালে এক বছর বিচ্ছিন্ন কারাবাসের পর মুক্তি পান। আলিপুর বোমা মামলার বিচার এক বছর ধরে চলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ৬ মে ১৯০৯ সালে তাকে খালাস দেওয়া হয়। তাঁর প্রতিরক্ষা আইনজীবী ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ। শ্রীঅরবিন্দ সুভাষ চন্দ্র বসুকে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলেন পূর্ণ সময়ের জন্য উৎসর্গ করার উদ্যোগ নিতে প্রভাবিত করেছিলেন। নেতাজি লিখেছেন, "অরবিন্দ ঘোষের বর্ণাঢ্য দৃষ্টান্ত আমার দৃষ্টিভঙ্গির সামনে বড়। আমি অনুভব করি যে আমি সেই ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত যা সেই উদাহরণটি আমার কাছে দাবি করে।" জেলে যাওয়ার আগে অরবিন্দ কলেজের অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর বিচারে 'বন্দে মাতরম' পত্রিকাকে রাজদ্রোহের জন্য দোষী করা হয়। বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস জেল হয় এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় অরবিন্দ মুক্তি পান। বারীন ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের দ্বীপান্তর হয়। অরবিন্দ কোর্টে বলেছিলেন, দেশপ্রেম কোনো অপরাধ নহে, দেশের স্বাধীনতা আমাদের ন্যায্য অধিকার, এটা চাওয়া অন্যায় নয়। অরবিন্দ ও বাকি নয় জনের বেকসুর খালাস হয়। বাকিদের বিভিন্ন মেয়াদে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরও কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। কারাগারে থাকার সময় তাঁর অপরিমেস আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ঘটে। আধ্যাত্মিক বিকাশ পূর্ণতার দিকে এগোতে থাকে। তাঁর কথায়, কারাগারের মধ্যে তিনি অন্তরাত্মার ডাক শুনেছিলেন। বন্দিদশায় তিনি অনুভব করেছিলেন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁর জন্য নয়। তাঁকে খুঁজতে হবে জীবনের অন্য মার্গ। যখন তিনি কারাগার থেকে বেরোলেন তখন তিনি যেন এক আলাদা ব্যক্তি। তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে গিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিমগ্ন করেন। বিপ্লবী অরবিন্দ ঋষি অরবিন্দে রূপান্তরিত হন। অরবিন্দ আলিপুর জেল থেকে বের হয়ে উত্তরপাড়ায় সার্বজনীন ভাষণ দেন। উত্তরপাড়া অভিভাষণে তিনি দেশবাসীর উদ্দেশে ঐতিহাসি ভাষণ দেন। যেখানে একজন বিপ্লবী থেকে একজন আধ্যাত্মিক মানুষে রূপান্তির হওয়ার প্রথম বার্তা দেন। ঋষি অরবিন্দ সম্বন্ধে বিস্ময়কর যা তা হল বিপ্লবী থেকে আধ্যাত্মিক সাধকে রূপান্তর প্রসঙ্গটি। জীবন যতই সামনের দিকে এগিয়েছে, ততই তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছে, মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী? কী আমাদের প্রকৃত কর্ম? ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ তাড়িয়ে স্বাধীনতা এলে মানবিকতা, প্রগতি এগুলোও আসবে তো? নাকি ব্রিশি রাজাদের হাত থেকে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবে দেশে রাজাদের হাতে? আর আপামর জনগণের অবস্থা একই থাকবে? এই বোধ ভেতরে যত জেগেছে, ততই অরবিন্দ সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন। মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কর্তব্য অন্বেষণে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমজ্জিত হয়েছেন। সব থেকে বড় কথা, বাংলা ছেনে যাওয়ার পর চার -পাঁচ বছর সাধারণ মানুষ অরবিন্দের কোনও খোঁজই পাননি। কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের ছোটভাই বারীন্দ্র ঘোষের আপ্ত সহায়ক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করা স্বাধীনতা সংগ্রামী। পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য ঋষি অরবিন্দের অন্য দিকটি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, ব্রিটিশের নাগালের বাইরে যাওয়ার ত্যাগিদ ছিল অরবিন্দের। সেই মতো ফরাসি ঘাঁটি হিসেবে পণ্ডিচেরীকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। কারণ পণ্ডিচেরী এমন একটি জায়গা যেখানে বাঙালি বিপ্লবীরা প্রকাশ্যে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করলে স্থানীয় মানুষ তা সহজেই বুঝতে পারবে না। ফরাসি সরকারি সহযোগিতাও পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড রীতিমতো চলত পণ্ডিচেরী পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য বলেন, গোপন ভাষায় চিঠি আদানপ্রদান যে হত পণ্ডিচেরীর আশ্রম থেকে তারও অনেক নিদর্শন ইতিহাস আঠে। ফলে আশ্রমকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আশ্রয়স্থলও তৈরি হয়েছিল পণ্ডিচেরীতে। পণ্ডিচেরীতে গিয়ে মতিলাল রায়ের মাধ্যমেই তিনি বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের খুঁটিনাটি খোঁজখবর রাখতেন। ১৯১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাতারাতি কলকাতা থেকে চন্দ্রনগর চলে যান অরবিন্দ ঘোষ। আশ্রয় পান মতিলাল রায়ের বাড়িতে। যদিও মতিলালের সঙ্গে তার তখনও কোনও পরিয়ই ছিল না। চন্দননগরে যাঁর কাছে আশ্রয় নেওয়ার কথা ছিল অরবিন্দর, যে কোনও কারণেই হোক তিনি অরবিন্দকে আশ্রয় দিতে রাজি হলেন না। তখন আশ্রয়হীন অবস্থায় গঙ্গায় নৌকোয় বসে থাকেন অরবিন্দ। ঠিক তখনই এই মতিলাল নিজে থেকে অরবিন্দকে ডেকে নিয়ে যান তাঁর বাড়িতে, আশ্রয় দেন। এক মাসের বেশি সময় তিনি ছিলেন চন্দননগরে। এই সময়েই মতিলালের সঙ্গে অরবিন্দের সম্পর্কে দৃঢ় হয়। পণ্ডিচেরীতে যাওয়ার পর প্রথম কয়েকটা বছর ভীষণই অর্থকষ্টে কাটিয়েছিলেন অরবিন্দ। এমনও চিঠি আছে যেখানে অরবিন্দ লিখছেন, 'আমার তহবিলে মাত্র ৫০ টি পয়সা রয়েছে'। এরকমই একটা সময় মতিলাল চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে অরবিন্দ ঘোষের জন্য অর্থসাহায্য চান। তখন দেশবন্ধু বলেন, অরবিন্দ যদি তাঁর 'সাগরসঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেন তবে তিনি তাঁকে ১০০০ টাকা দেবেন। এর পিছনে চিত্তরঞ্জন দাশের একটা সূক্ষ্ম আইনি বুদ্ধি কাজ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন, বই অনুবাদ বাবদ টাকা দিলে কখনই ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবীকে সরাসরি সাহায্য করার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করতে পারবে না। এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান অরবিন্দ। মিত্রাক্ষরে এবং অমিত্রাক্ষরে দু-প্রস্থ অনুবাদও করে দেন। সেই সময় অরবিন্দ ও চিত্তরঞ্জন দাসের মধ্যে সাংকেতিক ভাষায় বই প্রকাশনা ও প্রুফ সংক্রান্ত বিষয়ে চিঠি পড়লে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই লোকে ভাবছে যে, বই এবং তার প্রুফের কথাই লিখেছেন চিত্তরঞ্জন ও অরবিন্দ। কিন্তু আদৌ তা নয়, বই বা প্রুফ কিছুই ছিল না। পুরো ব্যাপারটাই বিপ্লবী রাজনৈতিক। 'যুগপুরুষ শ্রীঅরবিন্দ' নামে মতিলাল রায়ের লেখা একটি বই আছে। সেখানে মতিলাল রায় লিখেছেন, 'পণ্ডিচেরী ছিল ফ্রি পোর্ট। সেখানে যাঁরা বসবাস করতেন, তাঁরা নির্দ্বিধায় ভিপির (ভ্যালু পেয়েবেল পোস্ট) মাধ্যমে অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অস্ত্র কিনতে পারতেন। চন্দননগরের বিপ্লবীরা এই নিষেধহীন ব্যবস্থাটাকে অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। মতিলাল রায় অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বইতে তার উল্লেখ করেছেন। মতিলাল রায়ের কাছে একবার অস্ত্র আনার দায়িত্ব পড়ে। মতিলাল রায়, ঋষি অরবিন্দের ওপর সেই অস্ত্র আনার কথা বলেন। ঋষি অরবিন্দ মতিলালের সেই দাবি অপূর্ণ রাখেননি। তিনি রিভলবার পেয়ে মাটিতে পুঁজে রাখার ব্যবস্থা করেন এবং এক বছর পর বিপ্লবী সচিন্দ্র সান্যালের হাত দিয়ে মতিলাল রায়ের হাতে যায় অতি সন্তর্পণে এবং সুকৌশলে। ঋষি অরবিন্দের আশ্রমে গিয়ে চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন তাঁকে আবার বিপ্লবের কাজে যোগ দেওয়ার জন্য। তিনি তখন বলেন এই কাজ আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। ব্যারিস্টার দাশ বলেন, তাহলে আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। ঋষি অরবিন্দ ঘোষ হেসে বলেন, আপনি হলেন বিপ্লবীদের আশ্রয়, প্রেরণা। যুবকরা আপনাকেই আদর্শ মনে করে, দেশের জন্য যে আপনাকে দরকার। অরবিন্দ তাঁর ঋষি মানুষের মধ্যেও তাঁর বিপ্লবী সত্তা সবসময় বজায় রেখে দিয়েছিলেন।

**(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

# পৃথিবীর ওজন কেন মাপা যায় না

### জাহিদ হোসাইন খান

সবকিছুরই তো ওজন থাকে। পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায় সবকিছুরই ভর থাকে। পৃথিবীর ওজন বা ভর অনুমান করতে শত শত বছর লেগে গেছে। যদিও বিশেষজ্ঞরা প্রকৃত ওজনের সঠিক মাপ নিয়ে এখনো একমত নন। একবাক্যে বলা যায় পৃথিবীর ওজন ১৩ কোয়াড্রিলিয়ন, মিসরের গিজায় খাফ্রেসের পিরামিডের মোট ওজনের সমান হতে পারে। ১ সংখ্যার পরে ১৫টি শূন্য বসলে তাকে কোয়াড্রিলিয়ন বলে। আমাদের পৃথিবী কঠিন সব শিলা আর খনিজে সমৃদ্ধ। একইভাবে লাখ লাখ প্রজাতির প্রাণকে ধারণ করে চলেছে। অসংখ্য প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কাঠামোতে আচ্ছাদিত। সব মিলিয়ে আসলে ওজন কত, তা নিয়ে অনেক দ্বিধা আছে। এই প্রশ্নের কোনো একক উত্তর নেই বিজ্ঞানীদের কাছে। পৃথিবীতে আসলে একক ওজন বা স্থির ওজন বলাটা কঠিন। সমতলে ওজন একরকম, পাহাড়ের ওপরে ওজন আরেক রকম। পৃথিবীর ওজন নির্ভর করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ওপর। পৃথিবীর ওজন ট্রিলিয়ন (১ লাখ কোটি গু ১ ট্রিলিয়ন) টন হতে পারে আবার কমও হতে পারে।

বিজ্ঞানীরা অনেক শতাব্দী ধরে পর্যবেক্ষণ করে পৃথিবীর ভর বের করেছেন। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থানাসার হিসাবে পৃথিবীর ভর হল ৫.৯৭২২×১০২৪ কিলোগ্রাম, বা প্রায় ১৩.১ সেপ্টিলিয়ন পাউন্ড, যা প্রায় ১৩ কোয়াড্রিলিয়ন মিসরের খাফ্রেস পিরামিডের সমান। ৪৮০ কোটি কিলোগ্রামের সমান। আমাদের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করা মহাকাশের ধুলাবালু ও গ্যাসের কারণেও পৃথিবীর ভর সামান্য ওঠানামা করে। যদিও এমন ক্ষুদ্র পরিবর্তন কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীকে প্রভাবিত করছে না। যদিও বিশ্বজুড়ে পদার্থবিজ্ঞানীরা এখনো দশমিকের ওপর একমত নন এবং সেই বিশাল মোটে পৌঁছানো সহজ কাজ ছিল না। যেহেতু পৃথিবীকে একটি স্কেলে রাখা অসম্ভব, তাই বিজ্ঞানীদের অন্যান্য পরিমাপযোগ্য বস্তু ব্যবহার করে এর ভর ত্রিভুজ করতে হয়েছিল।

এক সেকেন্ডের জন্য পৃথিবীর ঘূর্ণন বন্ধ হলে কী হতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রের ইউএস ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজির বিজ্ঞানী স্টেফান শ্লামিংগার বলেন, প্রাথমিকভাবে আইজ্যাক নিউটনের সর্বজনীন মহাকর্ষের সূত্রের ওপর নির্ভর করে ভর পরিমাপ করা হয়। যেসব বস্তুর ভর রয়েছে তার একটি মহাকর্ষীয় বল রয়েছে। যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে সর্বদা কিছু বল থাকবে। নিউটনের সর্বজনীন মহাকর্ষ সূত্রে বলা হয় দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী মহাকর্ষীয় বল বস্তুর নিজ নিজ ভরকে গুণ করে বস্তুর কেন্দ্রের মধ্যে দূরত্বের বর্গ দ্বারা ভাগ করে নির্ধারণ করা যায়। এই সংখ্যাটিকে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক দ্বারা গুণ করলে অভিকর্ষের অন্তর্নিহিত শক্তির মান পাওয়া যায়। এই সমীকরণটি ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিকভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠের একটি বস্তুতে গ্রহের মহাকর্ষ বল পরিমাপ করে পৃথিবীর ভর পরিমাপ করতে পারেন। প্রথম দিকে তখন কেউ মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান জানত না।

পৃথিবীর গভীরে কী রয়েছে

১৭৯৭ সালে পদার্থবিদ হেনরি ক্যাভেন্ডিশ একটি পরীক্ষা করেন। টর্শন ব্যালেন্স নামক একটি বস্তু ব্যবহার করেন তিনি। যন্ত্রটি দুটি ঘূর্ণমান রড দিয়ে তৈরি, যার সঙ্গে সিসার গোলক সংযুক্ত থাকে। বিজ্ঞানী, ক্যাভেন্ডিশ রডের কোণ পরিমাপ করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমাণ খুঁজে পান। তার কাজটি খুব মৌলিক ছিল। সেই সময়ে একটি বড় প্রভাব তৈরি করেছিল। বিজ্ঞানী শ্লামিংগার আরও বলেন, গোলকের মধ্যে ভর ও দূরত্ব জেনে ক্যাভেন্ডিশ মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মান গণনা করেন। ডেটাসংক্রান্ত আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান কাউন্সিলের কমিটি বর্তমানে এই মান ঠিক করে দিয়েছে। ক্যাভেন্ডিশের আসল সংখ্যা ছিল ৬.৭৪, যা এখন কিছুটা কমে ৬.৬৭৪৩ ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা তখন থেকে এই মান ব্যবহার করেছেন পরিচিত ভরের সঙ্গে অন্যান্য বস্তু ব্যবহার করে পৃথিবীর ভর গণনা করেন। ক্যাভেন্ডিশের পরীক্ষার পর থেকে দুই শতাব্দীর বেশি সময় পার হয়ে গেছে। সেই টর্শন ব্যালেন্স পদ্ধতি আজও ব্যবহৃত হয়। আপাত এই ওজন নিয়েই আমাদের হিসাব করতে হচ্ছে। পৃথিবীর ওজন এককভাবে বলার গবেষণা বা সূত্র এখনো বের হয়নি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

### ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

# অভিজাত খেলোয়াড়রা উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন করেছেন

মালিগাঁও, ১১ এপ্রিল, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) আন্তর্জাতিক মানের উৎকৃষ্ট ক্রীড়াবিদ তৈরি করতে ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলির প্রচার ও উৎসাহিত করার জন্য এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠছে। এনএফআর-এর অধীনে নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনএফআরএসএ) পরিচালনা করা হয়, যা এনএফআর-এ ক্রীড়ার জন্য জোনাল লেবেলের একটি সংগঠন। এনএফআরএসএ-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো আমাদের খেলোয়াড়দের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পদক জয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে রেলওয়ের দ্বারা প্রদান করা বিশ্বমানের ক্রীড়া পরিকাঠামো ও সুবিধাগুলি ব্যবহার করে তাঁদের সম্ভাবনাকে সর্বাধিক বিকশিত করে তোলা। বর্তমানে এনএফআর-এ বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠানে অলিম্পিক, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ, কমনওয়েল গেমস, এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ, এশিয়া কাপ ইত্যাদিতে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা আন্তর্জাতিক ও জাতীয়স্তরের একগুচ্ছ খেলোয়াড় রয়েছে।

২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে সাঁতার, হেপ্টাথন, সাইক্লিং, ওয়েটলিফিং ও অ্যাথলেটিক্সের মতো বিভিন্ন ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলিতে এই জোনের জন্য খেলোড়াররা উল্লেখযোগ্য প্রদর্শন ও কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ২০২৩ সালে মিস স্বপ্না বর্মনের মতো অভিজাত খেলোয়াড় ব্যাংককে আয়োজিত এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে হেপ্টাথনে সিলভার মেডেল অর্জন করেছেন, মালয়েশিয়ায় আয়োজিত এশিয়ান ট্র্যাক সাইক্লিং চ্যাম্পিয়নশিপে সাইক্লিঙে সিলভার মেডেল অর্জন করেছেন শ্রী এল. রোনাল্ডো সিং, থাইল্যান্ডে আয়োজিত এশিয়া কাপে ট্র্যাক টিম সাইক্লিঙে সিলভার মেডেল অর্জন করেছেন শ্রী মনজিত কুমার, চীনে আয়োজিত ওয়ার্ল ইউনিভার্সিটি গেমসে ২০০ মিটার রেসে শ্রী অম্লান বরগোঁহাই ব্রোঞ্জ মেডেল অর্জন করেছেন এবং মিস বিন্দিয়ারাণী দেবী অরুণাচল প্রদেশে আয়োজিত আইডব্লিউএলএফ সিনিয়র উইমেন ন্যাশনাল ওয়েটলিফিং চ্যাম্পিয়নশিপে ৫৫ কেজি ক্যাটাগরিতে গোল্ড মেডেল অর্জনের পাশাপাশি কোরিয়ায় আয়োজিত এশিয়ান ওয়েটলিফিং চ্যাম্পিয়নশিপে সিলভার মেডেল অর্জন করেন। সম্প্রতি থাইল্যান্ডের ফুকেটে ২৮ মার্চ থেকে ১১ এপ্রিল, ২০২৪ পর্যন্ত আয়োজিত আইডব্লিউএফ ওয়ার্ল কাপে ৫৫ কেজি ক্যাটাগরিতে তিনি ব্রোঞ্জ মেডেল লাভ করেন।

আন্তর্জাতিক মানের আরও ক্রীড়াবিদ তৈরি করার লক্ষ্যে ক্রীড়া অনুষ্ঠানগুলির প্রচারের জন্য এনএফআরএসএ-এর অধীনে ১২টি স্পোর্টস অ্যাকাডেমি রয়েছে। অ্যাথলেটিক্স, আর্চারি, অ্যাকুয়াটিক্স, ব্যাডমিন্টন, বাস্কেটবল, বক্সিং, ক্রিকেট, ফুটবল, লন টেনিস, আত্মরক্ষার জন্য মার্শাল আর্টস, উষু ও কুংফু, টেবিল টেনিস ও ভলিবলের মতো ক্রীড়া ইভেন্টগুলির ৪৭ জন কোচের নির্দেশনার অধীনে প্রচার ও সুবিধা প্রদান করা হয়, যেখানে প্রায় ২০০০ জন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ অ্যাথলেটিক্সের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো পুনর্বিকশিত করা হচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই পাঁচটি নতুন সেন্টার উইকেট স্থাপন করা হবে এবং উপযুক্ত ফ্লাডলাইডের ব্যবস্থাও করা হবে। এছাড়াও, উপযুক্ত আলোর ব্যবস্থার সাথে ০২ অ্যাস্ট্রো টার্ফ উইকেট সহ একটি ক্রিকেট ইন্ডোর হল নির্মাণের কাজ অগ্রগতির পর্যায়ে রয়েছে। ০২টি বাস্কেটবল কোর্ট, ১৮০০ আসন ব্যবস্থা সহ মাল্টিপাপর্জে এসি ইন্ডোর হল, ০৪টি কোর্ট সহ ব্যাডমিন্টন হল, ০৬টি বোর্ড সহ টেবিল টেনিস হল, ড্রেসিং রুম সহ ফুটবল স্টেডিয়াম, আন্তর্জাতিক সুবিধা সহ বক্সিং রিং, সুইমিং পুল, ওয়েটলিফিং ও পাওয়ার লিফিং রুম, আর্চারি এরিনা, ০২টি ভলিবল কোর্ট, জিমনাসিয়াম হল, আমিনগাঁওয়ে ৯টি হোল সহ গল্ফ কোর্স, ০৩টি সিনথেটিক কোর্ট ও ০১টি ইন্ডোর কোর্ট এবং স্পোর্টস হোস্টেল ও ফিজিওথেরাপি রুমের মতো সুবিধা আপগ্রেড করা হয়েছে। ক্রীড়া প্রশিক্ষণের জন্য সাধারণ মানুষও এই সুবিধাগুলির সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

## ''চারিদিকে ধোঁয়াই ধোঁয়া...'', মিমের জবাব দেওয়ার চেষ্টায় রচনার রিলস

হুগলি, ১১ এপ্রিল, (হি.স.): অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুগলির উন্নয়ন নিয়ে 'চারিদিকে ধোঁয়াই ধোঁয়া...'' মন্তব্যে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল সামাজিক মাধ্যমে।

হাল না ছেড়ে তিনি যে কোনও অতিরঞ্জিত করে মন্তব্য করেননি তা ''প্রমাণ'' করার চেষ্টা করলেন হাতেনাতে।

একটি চালকলের চিমনি থেকে ধোঁয়া ওড়ার দৃশ্য দেখিয়ে তাঁর স্পষ্ট দাবি, ''এটা সিগারেট বিড়ির ধোঁয়া নয় , এটা যন্ত্রের ধোঁয়া। আমি যাতায়াতের পথে সব সময় দেখি।'' গত ১৬ মার্চ প্রথম দিন সিঙ্গুরে প্রচারে এসে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তিনি যখন রাস্তা দিয়ে আসছিলেন চারিদিকে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন, বহু কলকারখানা তৈরি হয়ে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তাই চারিপাশে এত ধোঁয়া।

পরে অবশ্য তাঁর এই বক্তব্য নিয়ে একাধিক মিম তৈরি হয়। এরই জবাব দিতে বৃহস্পতিবার পান্ডুয়া যাবার সময় খন্যানের বোসো এলাকায় চালকলের ধোঁয়া দেখে ভিডিয়ো বানিয়ে ফেলেন তিনি। সেটি তুলে ধরে রচনা বলেন, ''আমাদের হুগলির ধোঁয়া। যে ধোঁয়া আমি যাতায়াতের সময় দেখি, এটা সেই ধোঁয়া। এটা সিগারেট, বিড়ির ধোঁয়া নয়। এটা মেশিনের ধোঁয়া।'' যদিও নির্বাচনে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি-র লকেট চট্টোপাধ্যায় প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "একটা চিমনির ধোঁয়া দেখে যদি উনি শিল্পায়নের ধারণা করে ফেলেন, কিছু বলার নেই।"

## শেখ হাসিনাকে ঈদের শুভেচ্ছা নরেন্দ্র মোদীর

ঢাকা, ১১ এপ্রিল, (হি.স.): বৃহস্পতিবার খুশির ইদ। খুশির এই উৎসবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

ঢাকায় ভারতীয় কমিশন এক বিজ্ঞপ্তিতে মোদির শুভেচ্ছাবার্তার কথা জানানো হয়। চিঠিতে নরেন্দ্র মোদী উল্লেখ করেছেন, 'আমরা ইদ-উল-ফিতরকে ঐতিহ্য ও উৎসাহের সঙ্গে উদযাপন করি। পবিত্র ইদ বিশ্বজুড়ে মানুষকে সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ব এবং ঐক্যের মূল্যবোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা সারা বিশ্বের মানুষের জন্য শান্তি, সম্প্রীতি, সুস্বাস্থ্য ও সুখ প্রার্থনা করছি। বিভিন্ন দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যের বন্ধন আরও দৃঢ় হওয়ার কামনা করছি।' গোটা বাংলাদেশজুড়ে মহা সমারোহে উদযাপিত হচ্ছে ইদ-উল-ফিতর। এলিটবাহিনী র‍্যাব ও পুলিশের আগেই জানানো হয়েছিল ইদের দিন দেশের কোথাও নাশকতার আশঙ্কা নেই। এদিনও নিরাপত্তার বিষয়ে নজর রাখা হচ্ছে।

## সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআই এবং ইডির তদন্তকে স্বাগত জানালেন শাহজাহান

কলকাতা, ১১ এপ্রিল, (হি.স.): সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআই এবং ইডির তদন্তে ভাল ফল মিলবে বলেই মত ধৃত শাহজাহানের। বৃহস্পতিবার ইডির দফতর থেকে মেডিক্যাল পরীক্ষা করাতে নিয়ে যাওয়ার সময় এ কথা বলেন বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা।

কলকাতা হাই কোর্ট বুধবার সন্দেশখালির মহিলা নির্যাতন, জমির জবরদখল, স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর জুলুমবাজির অভিযোগগুলির সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে বৃহস্পতিবার 'সন্দেশখালির বাঘ' বলেন, "সিবিআই তদন্ত হলে খুব ভাল হবে।" আর তাঁর বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের বিভিন্ন মামলা নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা 'এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট' (ইডি) যে তদন্ত চালাচ্ছে? শাহজাহানের জবাব, "সবটাই ভাল হবে।"

## বিজেপি সরকারের অধীনে দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় আধুনিক রাস্তা ও টানেল তৈরি হচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

ঋষিকেশ, ১১ এপ্রিল (হি.স.): বিজেপি সরকারের অধীনে দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় আধুনিক রাস্তা ও টানেল তৈরি হচ্ছে। কংগ্রেসকে আক্রমণ করে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এই দশক উত্তরাখণ্ডের দশক। বহুদিন ধরেই ঋষিকেশে যোগাসনের জন্য অন্যান্য রাজ্য ও দেশ থেকে মানুষ আসছেন। রাফটিং, ক্যাম্পিং বা আধ্যাত্মিকতা যাই হোক না কেন পর্যটনের ক্ষেত্রেও ঋষিকেশ এগিয়ে রয়েছে। বিজেপি সরকার উত্তরাখণ্ডে পর্যটনের প্রচার করে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। বিজেপি সরকার পর্যটকদের যাতায়াত মসৃণ এবং সহজ করার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তাই দেবভূমিতে সড়ক, রেল ও বিমান রুটের সুবিধা ক্রমাগত বাড়ানো হচ্ছে।

কংগ্রেসকে আক্রমণ করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস উন্নয়ন এবং পরম্পরা উভয়েরই বিরোধী। কংগ্রেস ভগবান শ্রী রামের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। কংগ্রেস রাম মন্দিরের বিরোধিতা করেছিল এবং রাম মন্দির নির্মাণে আইনি সহ সব ধরনের বাধা তৈরি করেছিল। রাম ভক্ত এবং মন্দির নির্মাতারা কংগ্রেসের সমস্ত ভুল ক্ষমা করে দিয়েছিল এবং তাদের রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য আমন্ত্রণ পাঠায়, কিন্তু কংগ্রেসও এই জমকালো অনুষ্ঠান বয়কট করেছিল। হিন্দু ধর্মের শক্তিকে ধ্বংস করে দেওয়ার অঙ্গীকার নিয়ে কংগ্রেস প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে। কংগ্রেস শক্তি স্বরূপা মা ধারীদেবী, মা চন্দ্রবদ্রী, মা জ্বালপা দেবীর শক্তিকে ধ্বংস করতে চায়। কংগ্রেসের এই কথাগুলি উত্তরাখণ্ডের বিশ্বাস নষ্ট করার ষড়যন্ত্রে আগুনে ইন্ধন যোগ করছে। কংগ্রেস বলছে, মা গঙ্গা হরিদ্বারের হর কি পৌড়িতে নয়, একটি খালের তীরে অবস্থিত। কংগ্রেসও এখন মা গঙ্গার অস্তিত্ব নিয়েও প্রশ্ন তুলছে। এখন উত্তরাখণ্ডের মানুষ তাদের শিক্ষা দেবে।

## দেশবাসীর জন্য দুর্নীতি মারাত্মক, তাই কেলেঙ্কারির অবসান অপরিহার্য : প্রধানমন্ত্রী

ঋষিকেশ, ১১ এপ্রিল (হি.স.): দেশবাসীর জন্য দুর্নীতি মারাত্মক, তাই কেলেঙ্কারির অবসান অপরিহার্য। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার উত্তরাখণ্ডের ঋষিকেশে এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'আমি বলি দুর্নীতি দূর করো, কিন্তু তারা বলছে দুর্নীতিবাজদের বাঁচাও। দুর্নীতি দেশের মানুষের জন্য মারাত্মক এবং এর অবসান অপরিহার্য।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'যতদিন পর্যন্ত দেশবাসীর সমর্থন ও আশীর্বাদ বিজেপির সাথে থাকবে, ততদিন মোদী সমস্ত অসুবিধা সত্ত্বেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবে। কংগ্রেস নেতাদের অগ্রাধিকার ও ঐতিহ্য দিল্লির ধনী পরিবারের জন্য প্রথমে, কিন্তু আমার কাছে দেশের ১৩০ কোটি মানুষ আমার পরিবার।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গত বছর প্রায় ২০ লক্ষ তীর্থযাত্রী কেদারনাথ দর্শন করতে এসেছিলেন এবং যদি আমরা চারধাম যাত্রার কথা বলি, তাহলে গত বছর ৫৪ লক্ষেরও বেশি ভক্ত উত্তরাখণ্ডে গিয়েছিলেন।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, গত বছর তিনি মানসখণ্ডের আদিকৈলাশ এবং ওম পর্বত ভ্রমণ করেছিলেন, যার মাধ্যমে লোকজন হিমালয়ে অবস্থিত অতিপ্রাকৃত স্থানগুলি দেখার সুযোগ পেয়েছিল। পর্যটনের এই সম্প্রসারণ শুধু একটি এলাকার উন্নয়নই নয়, এটি আরও বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগও বাড়াচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডে এই উন্নয়নের কারণে অভিবাসনের খবর এখন অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখন উত্তরাখণ্ড থেকে স্টার্টআপের খবর শোনা যাচ্ছে।

উত্তরাখণ্ডের যুবকরা এক হাজারটিরও বেশি স্টার্টআপ নিবন্ধন করেছে এবং এর মধ্যেও প্রায় ৫০০টি স্টার্টআপ দেশের মেয়েদের নেতৃত্বে রয়েছে। লক্ষ লক্ষ যুবক মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে গ্যারান্টি ছাড়াই ঋণ পেয়েছেন। কংগ্রেসের শাসনকালে গরিবদের টাকা মধ্যস্বত্বভোগীদের হাতে চলে গিয়েছিল, কিন্তু বিজেপি সরকারে জনগণের টাকা সরাসরি তাদের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হচ্ছে।

## বাংলার জন্য কেরোসিনের বরাদ্দ বাড়ল, কিন্তু তোলা যাবে কি

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের ধাক্কায় বাংলার জন্য কেরোসিনের বরাদ্দ বাড়ল। যদিও এই তেল তোলা যাবে কিনা, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। চলতি এপ্রিল মাসের জন্য কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে ৫৮,৬৬৮ কিলোলিটার কেরোসিন বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। বৃহস্পতিবার খাদ্য ও সরবরাহ দফতর সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। তবে এর জন্য শর্তও থাকছে। এই ৫৮,৬৬৮ কিলোলিটার কেরোসিন পুরো বরাদ্দ এপ্রিলের মধ্যেই রাজ্যকে তুলে নিতে হবে। এমাসের ১০ দিন পেরিয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই। তাই বাকি সময়ের মধ্যে বরাদ্দের পুরোটা তোলা নিয়ে সংশয় থেকে যাচ্ছে। কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের প্রেক্ষিতে রাজ্যের খাদ্য দফতর বাংলায় মাসে ঠিক কতটা কেরোসিনের প্রয়োজন তা পেট্রোলিয়াম মন্ত্রককে জানিয়েছিল। সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্র যে পরিমাণ কেরোসিন বরাদ্দ করেছে, রাজ্যের তরফে তার মাত্র ৪০ শতাংশের মতো চাওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ প্রয়োজনের তুলনায় বাংলাকে বাড়তি কেরোসিন দিয়েছে কেন্দ্র। বাংলায় রেশন গ্রাহকদের জন্য কেরোসিন বরাদ্দের পরিমাণ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আইনি লড়াই চলছে। কলকাতা হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ থাকায় অন্য রাজ্যগুলির বরাদ্দ কেন্দ্র গত কয়েক বছর যাবৎ প্রচুর পরিমাণে কমালেও বাংলার ক্ষেত্রে তা করতে পারেনি। কিন্তু গত জানুয়ারিতে কলকাতা হাইকোর্ট এই সংক্রান্ত মামলার চূড়ান্ত রায় দেওয়ার পর, বরাদ্দ কমিয়ে মাসে মাত্র সাড়ে ৭ হাজার কিলোলিটারের মতো করে দেওয়া হয়। বাংলার জন্য কেরোসিন বণ্টন সংক্রান্ত নীতি তৈরি সহ কেন্দ্রীয় সরকারকে পর্যাপ্ত বরাদ্দ করতে বলা হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের রায়ে। সেই নীতি ছাড়াই কেন্দ্র বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়ায় কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে ফের মামলা হয়। ২৭ মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দেয় যে, নীতি তৈরি না-হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকার যে পরিমাণ কেরোসিনের প্রয়োজন আছে বলে জানাবে, তার ভিত্তিতেই বরাদ্দ করতে হবে কেন্দ্রকে। রাজ্য এবার অনেক কম পরিমাণ চাহিদার কথা জানালেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রক রাজ্যের আগের সাধারণ বরাদ্দই দিয়েছে এমাসে। ৩ মাসের জন্য রাজ্যের সাধারণ বরাদ্দ ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কিলোলিটার। এটা প্রতিমাসে ৫৮,৬৬৮ কিলোলিটার হয়। এদিকে কেরোসিনের দামবৃদ্ধির ফলে রেশন গ্রাহকদের চাহিদা কমে গিয়েছে বলে মনে করে ডিলার সংগঠন। এই পরিস্থিতিতে বরাদ্দ কেরোসিন তোলা খুবই কঠিন বলে মনে করছেন রাজ্যের কেরোসিন ডিলাররা।

## বিজেপি বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে কথা বলে না : রাহুল গান্ধী

অনুপগড়, ৫ এপ্রিল (হি. স.) : বিজেপি বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে কথা বলে না, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এই মন্তব্য করেন। তিনি বৃহস্পতিবার রাজস্থানের অনুপগড়ে আয়োজিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন। তিনি এদিন অনুপগড় থেকে বিজেপিকে কড়া আক্রমণ করেন।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী এদিন বলেন, 'ভারতীয় জনতা পার্টি কখনই বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে কথা বলে না। তাঁদের কাজ হল সেখান থেকে আপনাদের নজর সরিয়ে দেওয়া। তাঁরা চায় না যে অনগ্রসর শ্রেণী, কৃষক এবং দরিদ্রদের সমস্যা প্রকাশ্যে আসুক। সেই জন্য বিজেপি সবসময় জাতীয় এবং আঞ্চলিক গণমাধ্যম থেকে এই বিষয়গুলো লুকিয়ে রাখে।'

## ভারতীয় টেনিসে ইতিহাস, ফরাসি ওপেনের টিকিট পেলেন সুমিত

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতীয় টেনিসের সুমিত নাগাল। এই প্রথম ফরাসি ওপেনে নামার টিকিট পেয়ে গেলেন। সুরকির কোর্টে এই প্রথম খেলবেন সুমিত। গত কয়েক সপ্তাহে ভারতীয় এই টেনিস তারকার সিঙ্গলসে সাফল্য পাওয়ার কারণে এটিপি র‍্যাঙ্কিংয়ে ৮০ নম্বরে পৌঁছেছেন। ফরাসির কোরেন্টিন মৌটেটকে হারিয়ে মরক্কো ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে পৌঁছেছিলেন সুমিত। যার পরই ফরাসি ওপেন খেলার সুযোগ পেয়ে গেলেন তিনি।

উল্লেখ্য ২০১৯ সালে ভারতের প্রজনেশ গুণশরণ খেলেছিলেন ফরাসি ওপেনের মূল পর্বে। ৫ বছর পর সেই সুযোগ পেলেন সুমিত নাগাল।

## লোকাল ট্রেনে প্রচার, মেট্রো নিয়ে প্রতিশ্রুতি লকেটের

হুগলি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হুগলির এমাথা থেকে ওমাথা ছুটে বেড়াচ্ছেন তিনি। নিজের আসনটি ধরে রাখার জন্য প্রচারে একশোয় লেটার মার্ক পাবেন তিনি। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়।

হুগলি জেলার অন্যমত যোগাযোগ মাধ্যম রেলপথ। এবার ট্রেনে চেপে পর প্রচার লকেটের। হলেন কিছুটা আবেগপ্রবণও। হাওড়া পেরিয়ে এবার কি হুগলিতেও মেট্রো? বড় আশ্বাস দিলেন বিজেপি প্রার্থী।

বৃহস্পতিবার সকালে লোকাল ট্রেনে জনসংযোগ করলেন লকেট চট্টোপাধ্যায়। ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে ডাউন বর্ধমান লোকালে উঠে প্রচার শুরু করেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী। রেল যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন ভোট প্রার্থনা করেন। প্রার্থীকে দেখা যায়, লোকাল ট্রেনে প্রচারে বেরিয়ে হকারদের কাছ থেকে বাদাম, মৌরি লজেন্স কিনে খান। বলেন ছোটোবেলার কথা মনে পড়ছে। ব্যান্ডেল কাটোয়া শাখায় ট্রেন কম। সময়ে ট্রেন চলে না এমন অভিযোগ আছে। লকেট বলেন, 'ট্রেন পরিষেবা আরও আধুনিক হচ্ছে। ব্যান্ডেল স্টেশনকে তিনশো কোটি টাকা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। এশিয়ার সবচেয়ে বড় ইন্টারলকিং সিস্টেম চালু হয়েছে।' তাঁর দাবি, প্রত্যেক স্টেশনকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। হাওড়ায় চালু হয়েছে মেট্রো পরিষেবা গঙ্গার নীচ দিয়ে ছুটছে মেট্রো। হুগলিতেও কি মেট্রো চলবে? এ প্রশ্নে লকেট বলেন, 'হাওড়া পর্যন্ত মেট্রো চালু হয়েছে। আগামী দিনে হুগলিতেও চলবে। হাওড়ায় ঢুকে গিয়েছে। সেখান থেকে হুগলি এমন কিছু দূরে নয়। হলে ভালোই হবে।'

## অহঙ্কারী জোটের একটাই লক্ষ্য নিজেদের পরিবারের সদস্যদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া : অমিত শাহ

মন্ডলা, ১১ এপ্রিল (হি.স.): বিরোধীদের আইএনডিআই জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের মন্ডলার এক নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, 'এই অহঙ্কারী জোটের একমাত্র লক্ষ্য হল নিজ পরিবারের সদস্যদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, অন্যদিকে মোদীজির একমাত্র লক্ষ্য হল দরিদ্র, উপজাতি, দলিত এবং পিছিয়ে পড়া সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। একদিকে মোদীজি, যিনি কোটি কোটি দরিদ্র মানুষের জন্য কাজ করেছেন, অন্যদিকে এই অহঙ্কারী জোট রয়েছে যারা নিজেদের পরিবারের জন্য বেঁচে থাকে।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'মোদীজি যখন প্রথমবারের মতো দেশের প্রধানমন্ত্রী হন, তখন বলেছিলেন, ''''আমার এই সরকার হবে গরীব, দলিত, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া মানুষের সরকার''''। ১০ বছরে ২৫ কোটি গরিব মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করে আনার কাজ মোদীজি করেছেন।' অমিত শাহ আরও বলেন, 'কংগ্রেস দীর্ঘদিন দেশ শাসন করলেও উপজাতিদের কল্যাণে কিছুই করেনি। আমি রাহুল বাবাকে জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনি কি কখনও গরীব আদিবাসী ছেলে-মেয়েদের রাষ্ট্রপতি পদে নিযুক্ত করেছেন। মোদী জি ওড়িশার দরিদ্র আদিবাসী বোন শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুকে দেশের রাষ্ট্রপতি বানিয়েছেন।'

## বালুরঘাটে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে ক্রিকেট খেললেন সুকান্ত মজুমদার

বালুরঘাট, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুর্গাপুরে নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে খোশমেজাজে বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। বৃহস্পতিবার দুপুরে প্রচারে বেরিয়ে গ্রামের বাচ্চাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেললেন তিনি।

বুধবার সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে প্রচারে এসে অমিত শাহ বলেছিলেন, 'সভায় এত লোক দেখেই বোঝা যাচ্ছে বিজেপি জিতে গিয়েছে।' অমিত শাহের প্রশংসা পাওয়া পরও থেমে থাকেন নি। এদিন সকাল সকাল বেরিয়ে পরেছেন প্রচারে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হেঁটে প্রচার করছেন তিনি। গ্রামের মহিলাদের সকলকেই আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ১৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রীর সভায় উপস্থিত হওয়ার জন্য। বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'ছোটদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলে ছোটবেলার স্মৃতি ফিরে এল। ক্রিকেটের ময়দান হোক বা রাজনীতির ময়দান ব্যাটসম্যান ভালো হলেই জয় নিশ্চিত।'

## পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে কমিশনের কাছে অনুমতি চাইল রাজ্য

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : আগামী রবিবার পয়লা বৈশাখ। ১৪৩১ বঙ্গাব্দের শুরু। সেই দিনেই পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুমতি চেয়েছে রাজ্যের ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

এর আগে কেন্দ্রীয় সরকার ২০ জুনকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে ঘোষণা করলেও ঐতিহাসিক কারণে ওই দিনটি নিয়ে আপত্তি তোলে রাজ্য। এর পরিবর্তে পয়লা বৈশাখকে 'বাংলা দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রতি বছর সরকারি নিয়মে এই দিনটি বাংলা দিবস হিসেবে পালনের জন্য সরকারি বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়। একই সঙ্গে সরকারি অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি রাজ্যের নিজস্ব সঙ্গীত হিসেবে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল'গানটি বাধ্যতামূলকভাবে পরিবেশনের কথাও বলা হয় ওই বিজ্ঞপ্তিতে। সেই হিসাবে এবছরই প্রথম সরকারিভাবে 'বাংলা দিবস' পালনের কথা। সেই দিবস পালনের জন্যই রাজ্য সরকার কমিশনের কাছ থেকে অনুমতি চেয়েছে।

এবারে লোকসভা নির্বাচনের আবহেও 'বাংলা দিবস' পালন করতে হবে। আর সেই কারণেই বাংলা দিবস পালনের ক্ষেত্রে কতটা আড়ম্বর থাকবে তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে সংশয় রয়েছে। সরকারিভাবে মূল অনুষ্ঠানটি কলকাতার রবীন্দ্র সদনের সামনে ক্যাথিড্রাল রোডে হওয়ার কথা। অনুষ্ঠানের আয়োজক রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর। কিন্তু ভোটের জন্য দলীয় কর্মসূচিতে ব্যস্ত থাকায় মুখ্যমন্ত্রী ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এছাড়া নির্বাচনী আচরণ বিধিতে সরকারি অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের না থাকার কথা বলা রয়েছে। সেজন্য 'বাংলা দিবস' পালনের অনুষ্ঠান করার জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুমতিও চেয়েছে নবান্ন।

নবান্ন সূত্রের খবর, এ বছর রবীন্দ্র-নজরুলকে সামনে রেখে বাংলা দিবসে সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। তবে আড়ম্বর হবে না। জেলাগুলিকে বলা হয়েছে, সরকারিভাবে স্থানীয় শিল্পীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলা দিবস পালন করতে।

## ইন্ডিয়ান সুপার লিগ: প্লে অফ এবং ফাইনালের সময়সূচী ঘোষণা

চেন্নাই, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের বৃহস্পতিবার মরসুমের প্লে অফ এবং ফাইনালের সময়সূচী ঘোষণা করা হয়েছে।মুম্বই সিটি এফসি এবং মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট শীর্ষে রয়েছে। পঞ্জাব এফসির কাছে ইস্টবেঙ্গল এফসি-এর পরাজয়ের পর চেন্নাইয়িন এফসি প্লে অফের জায়গা নিশ্চিত করেছে। এখন ৬টি প্লে অফ স্পটই নির্ধারিত হয়ে গেছে। প্লে অফে তাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে ওডিশা এফসি, এফসি গোয়া এবং কেরল ব্লাস্টার্স এফসি।ফাইনালে জায়গা করে নেওয়ার লড়াই শুরু হবে ১৯ এপ্রিল থেকে। নকআউট ম্যাচের সঙ্গে হোম এবং অ্যাওয়ে ফরম্যাটে হবে সেমিফাইনাল। আসরের ফাইনাল হবে ৪ মে।লিগ পর্বের শেষে শীর্ষ দুটি দল সরাসরি সেমিফাইনালে খেলবে, যেখানে তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ স্থানে থাকা দলগুলি নকআউট ফরম্যাটে একটি একক-লেগ প্লেঅফ খেলবে।এখান থেকেই আসবে অন্য দুটি সেমিফাইনালিস্ট দল।

# হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

## শসা ওজন কমাতে পারে

তবে অতিরিক্ত শসা খাওয়া আবার পেটের জন্য খারাপ গরমের সময় কচকচ করে শসা খেতে বেশ লাগে। অনেকেই এই সবজি ওজন কমানোর মোক্ষম পন্থা হিসেবে বেছে নেন।

তবে অতিরিক্ত শসা খাওয়া আবার পেটের জন্য খারাপ গরমের সময় কচকচ করে শসা খেতে বেশ লাগে। অনেকেই এই সবজি ওজন কমানোর মোক্ষম পন্থা হিসেবে বেছে নেন।

তবে খেয়াল রাখতে হবে পরিমাণের দিকে। কারণ বেশি শসা খেলে পেটে গ্যাসের সমস্যা হয়।

তবে অন্যান্য উপকারও আছে।

শসার পুষ্টিগুন সম্পর্কে জানানো হলো ‘ইটদিস’ ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন অবলম্বনে।

ডায়াবেটিস থেকে বাঁচায়: হার্ভার্ড হেল বলছে, “ডায়াবেটিস থেকে বাঁচতে হলে খাদ্যাভ্যাসকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত ‘কার্বোহাইড্রেইট’ এড়িয়ে চলতে হবে, চিনি মেশানো পানীয় বাদ দিতে হবে, মাংস খাওয়া কমাতে হবে।”

এগুলো বাদ দেওয়া বা কমানো পাশাপাশি কিছু খাবার যোগ করতে হবে কিংবা খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে যে খাবারগুলো ‘গ্লাইসেমিক ইনডেক্স’য়ের মান কম।

যেসব খাবারে ‘গ্লাইসেমিক ইনডেক্স’য়ের মাত্রা যত বেশি, সেই খাবার খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা ততই দ্রুত বাড়বে।

শসার ‘গ্লাইসেমিক ইনডেক্স’য়ের মান কম, মাত্র ১৫। এমন খাবার খেলে ‘ইন্সুলিন রেজিস্ট্যান্স’ কমে, যা পক্ষান্তরে টাইপ টু ডায়াবেটিস’য়ের ঝুঁকি কমায়।

আর্দতা বাড়ায়: প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করার কোনো বিকল্প নেই। তবে শরীরের আর্দতা বজায় রাখতে শসাও অত্যন্ত উপকারী।

শসার টুকরাকে স্ন্যাকস হিসেবে খেতে পারলে শরীরের আর্দতা বজায় থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রের সনদপ্রাপ্ত পুষ্টিবিদ ক্রিস্টিন গিলেপসি বলেন, “শসার ৯৫ শতাংশই পানি। ফলে খেতে কচকচে হলেও আসলে যেন পানিই চিবিয়ে খাচ্ছেন। এতে দৈনিক তরলের চাহিদার কিছু অংশ যেমন পূরণ হবে তেমনি তা শরীরের দৈনন্দিন কার্যাবলি সহজাতভাবে সক্রিয়া রাখতেও সাহায্য করবে।”

কমবে ওজন: ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য খাদ্যাভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করার উপায় আছে অনেকগুলো। এদের মধ্যে একটি হলো শসা। অনেকভাবে খাওয়া যায় এই সবজি, সরাসরি খেতেও তা বেশ সুস্বাদু।

এক কাপ শসায় ক্যালরি মাত্র ১৬। অর্থাৎ এর ‘এনার্জি ডেনসিটি’ কম। বিশেষজ্ঞরা বলেন, ‘এনার্জি ডেনসিটি’ কম এমন খাবার খাওয়ার সঙ্গে ওজন কমার গভীর সম্পর্ক আছে। আর শসায় পানির মাত্রা বেশি হওয়া তা খাওয়া পেট ভরা অনুভূতি থাকে, ফলে খাওয়া পানীয় বাদ দিতে হবে, মাংস খাওয়া কমাতে হবে।”

এগুলো বাদ দেওয়া বা কমানো পাশাপাশি কিছু খাবার যোগ করতে হবে কিংবা খাওয়ার পরিমাণ বাড়াতে হবে। বিশেষ করে যে খাবারগুলো ‘গ্লাইসেমিক ইনডেক্স’য়ের মান কম।

যেসব খাবারে ‘গ্লাইসেমিক ইনডেক্স’য়ের মাত্রা যত বেশি, সেই খাবার খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা ততই দ্রুত বাড়বে।

শসার ‘গ্লাইসেমিক ইনডেক্স’য়ের মান কম, মাত্র ১৫। এমন খাবার খেলে ‘ইন্সুলিন রেজিস্ট্যান্স’ কমে, যা পক্ষান্তরে টাইপ টু ডায়াবেটিস’য়ের ঝুঁকি কমায়।

আর্দতা বাড়ায়: প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করার কোনো বিকল্প নেই। তবে শরীরের আর্দতা বজায় রাখতে শসাও অত্যন্ত উপকারী।

## কিছু খাবার নিয়ম করে খেলে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমে

হৃদযন্ত্রের খেয়াল রাখা সহজ নয়। নিয়ম মেনে না চললে হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়তে থাকে। তবে হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে তখনই, যখন ডায়েটেও ভারসাম্য বজায় থাকে। হার্টের অসুখ ঠেকাতে গেলে জীবনযাপনে বেশ কিছু পরিবর্তন আনতে হয়, একই সঙ্গে খাওয়াদাওয়াতেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। শুধু তেল, ঘি, মশলা, মাখন খাওয়া বাদ দিলেই চলবে না।

হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা বাড়বে কোন খাবারগুলি খেলে, সেগুলিও জেনে রাখা জরুরি। হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে যতটা শরীরচর্চার প্রয়োজন, ততটাই দরকার খাওয়াদাওয়াও বুঝেশুনে করা। সেটা না করতে পারলে কোনও ভাবেই হৃদযন্ত্র ভাল রাখা যাবে না।

ডার্ক চকোলেট

ডার্ক চকোলেটের ফ্ল্যাভনয়েড নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট হার্টের খেয়াল রাখে ঠিকই, তবে ডার্ক চকোলেটে কিছুটা চিনি থাকেই। অতিরিক্ত ক্যালোরিও বহন করে। তাই প্রতি দিন ডার্ক চকোলেট খাওয়ার অভ্যাস করবেন না। মাঝে মাঝে একটা বা দুটো টুকরো খেতে পারেন।

বেরি ফ্রুটস- বেরি-জাতীয় ফলে প্রচুর অ্যান্থোসায়ানিন পাওয়া যায়, তা মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে। শুধু তা-ই নয়, এই ফলগুলি রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। রক্ত পরিশোধনেও এদের ভূমিকা অনেকটাই। তাই হার্টের খেয়াল রাখতে এই ধরনের ফল উপকারী। স্ট্রবেরি, আমলকি, ব্লুবেরি, আঙুর নিয়ম করে খেলে উপকারই পাবেন।

টোম্যাটো- এই মুহূর্তে দাম বেশি হলেও টোম্যাটোর উপকারিতা বহু। এতে থাকা লাইকোপিন হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি কমায়। তাই ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা না থাকলে পাতে রাখতে পারেন টোম্যাটো।

শাক- পর্যাপ্ত ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিড্যান্টের সমৃদ্ধ উত হল সবুজ শাকসব্জি। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে ধমনীর কার্যকারিতা বাড়িয়ে তোলে নাইট্রেট সমৃদ্ধ এই সব শাক। তবে রাতে বিপাকহার কম থাকে, তাই রাতে এড়িয়ে চলুন শাক খাওয়া। এতে বদহজমের আশঙ্কা থেকে যায়।

## গ্যাস, অম্বলের সমস্যা এড়াতে তিন টোটকায় ভরসা রাখুন

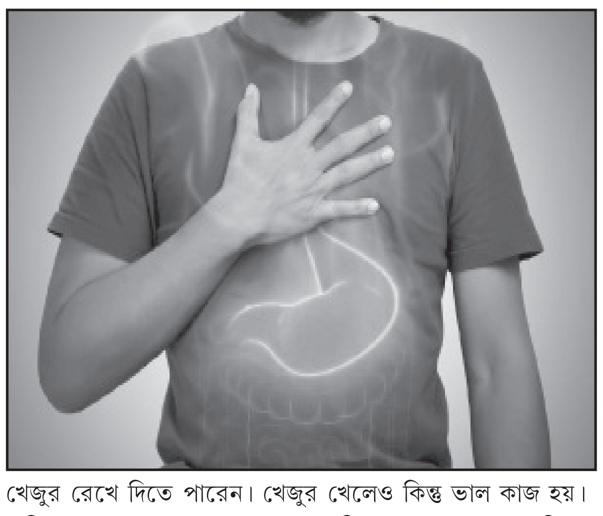

অফিসে কাজের ব্যস্ততার মাঝে খাওয়াদাওয়ার সময়ের ঠিক নেই, তার পর সময় পেলেই বাইরের খাবারের উপর ভরসা রাখ এমন কিছু কারণের জন্য গ্যাস-অম্বল যেন নিত্যদিনের সমস্যা হয়ে উঠেছে। দিনের পর দিন খ্যাদ্যাভাসে অনিয়মের ফলে বদহজম, গ্যাস-অম্বলের সমস্যা পিছু ছাড়ছে না। অফিসে ব্যস্ততার মাঝে অনেকেরই খাওয়ার সময়ের ঠিক থাকে না। পুষ্টিবিদদের মতে, দুপুরের খাবারের আদর্শ সময় হল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত। দীর্ঘ ক্ষণ খালি পেটে থাকার অভ্যাসের কারণে হজমের গোলমাল শুরু হয়। অথচ কাজের মাঝে সঠিক সময়ে খাওয়াদাওয়া সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রেই। তা হলে কোন উপায়ে গ্যাস-অম্বলের সমস্যা থেকে রেহাই পাবেন? ১) ঘন ঘন জলে চুমুক: অফিসে কাজে মাঝে ঘন ঘন চা, কফির কাপে চুমুক না দিয়ে সিপার বোতলে জল ভরে রাখতে পারেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সিপারে চুমুক দিন। জলে চুমুক দিতে থাকলে গ্যাস তৈরি হবে না। অনেক সময়ে খালি পেটে থাকলে মাথা যন্ত্রণা করে, সেই সমস্যা থেকেও রেহাই পাওয়া যায়। ২) একটা ফল খান: খাওয়ার সময় না পেলেও কাজের মাঝখানে সময় বার করে একটা ফল কিন্তু খেতেই হবে। কলা, আপেল, সবেদা জাতীয় একটি ফল বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১টার মধ্যে খেয়ে ফেলতে হবে। সঙ্গে ফল না থাকলেও অফিসে শুকনো খেজুর রেখে দিতে পারেন। খেজুর খেলেও কিন্তু ভাল কাজ হয়। অফিসে কাজে মাঝে ঘন ঘন চা, কফির কাপে চুমুক না দিয়ে সিপার বোতলে জল ভরে রাখতে পারেন। ৩) খাবার শেষে নজর: যখনই খাওয়াদাওয়া শেষ করবেন, তখন শেষপাতে একটু ঘি কিংবা গুড় অবশ্যই খান। এই নিয়ম মানলেও কিন্তু গ্যাস, অম্বলের সমস্যা হবে না।

## চিনা পদ রান্নার সময় মেনে চললে বাড়িতেই আসবে রেস্তোরাঁর মতো স্বাদ

চিনা পদ বানাতে খুব বেশি ঝক্কি পোহাতে হয় না। চটজলদি কোনও পদ বানাতে হলে অনেকেই বাড়িতে চাউমিন, ফ্রায়েড রাইস, চিলি চিকেন বানিয়ে ফেলেন। তবে রেস্তোরাঁর সেই স্বাদ আর আসে কই! অনেকেই বলেন, আজিনামোটো দেওয়া হয় বলেই চিনা খাবারে স্বাদ আসে। কথাটি অবশ্য ভুল নয়। অনেকে বলেন এই উপাদানটি শরীরের পক্ষে ভাল নয়। রন্ধনশিল্পী অজয় চোপড়া কিন্তু বলছেন, মাঝমধ্যে আজিনামোটো খাওয়া শরীরের পক্ষে মোটেও ক্ষতিকর নয়। চিনা খাবার তো আমারা রোজ রোজ খাই না, তাই কখনও সখনও চিনা খাবার রান্না করলে এই উপাদানটি ব্যবহার করাই যায়। তবে কেবল আজিনামোটো নয়, পাঁচ টোটকা মেনে চললে চায়না টাউনের রেস্তরাঁর মতো চিনা খাবার আপনিও বাড়িতে তৈরি করে নিতে পারেন। ১) নুডলস সেদ্ধ করার সময়ে বিশেষত রাইস নুডলস তৈরি করার সময়ে বেশ সমস্যা হয় অনেকের। গলে গেলে তা খেতে মোটেও ভাল লাগে না। এ ক্ষেত্রে ফুটন্ত জলে নুন আর সামন্য তেল দিয়ে নুডলস সেদ্ধ করে নিয়ে ঠান্ডা জলে ভাল করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। অনেকেই ঠান্ডা জলে নুডলস ধুয়ে নেন। তবে এমনটা না করে জল ঝরানো নুডলস থালায় ছড়িয়ে তার উপর আরও খানিকটা তেল ছড়িয়ে দিন।

২) চিনা খাবার রান্নার সময় সব উপকরণ হাতের কাছে গুছিয়ে রাখুন। বিভিন্ন রকম সব্জি থেকে সস সব হাতের কাছে রেখে কড়াই খুব ভাল করে গরম করে নিয়ে রান্না শুরু করুন। ঢিমে আঁচে চিনা পদ রান্না করার ভুলটি করবেন না।

৩) আপনি চাইলে সাদা তেলে চিনা খাবার বানাতেই পারেন। তবে রেস্তোরাঁগুলিতে কিন্তু চিলি ফিশ, মাঞ্চুরিয়ানের গ্রেভি বানানোর সময়ে তিল তেলের ব্যবহার করা হয়, এতে স্বাদ বেড়ে যায় কয়েক গুণ।

৪) চিনা খাবারে রংবেরঙের সব্জি বেশি ব্যবহার করা হয়। চাইনিজ ক্যাবেজ, পকচয়, রঙিন বেলপেপার, পেঁয়াজ চিনা পদ রান্নার সময় এই সব সব্জিগুলি খুব বেশি ভেজে নিলে খেতে মোটেও ভাল লাগে না। সব্জিগুলি যাতে আধসেদ্ধ থাকে, সে দিকে নজর দিতে হবে।

৫) বেশির ভাগ চিনা রান্নাতেই সয়া সসব্যবহার করা হয়। এই সসপ্রচণ্ড অ্যাসিডিক প্রকৃতির হয় ও এতে নুনের মাত্রা ভাল পরিমাণে থাকে। তাই চিনা খাবার তৈরিতে সয়া সসব্যবহার করার সময়ে দু’-চার দানা চিনি দিয়ে দিলে রান্নার স্বাদ কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

## দু’ মিনিটে বানিয়ে ফেলুন বিশেষ শরবত, পেটও ভরবে, ওজনও কমবে

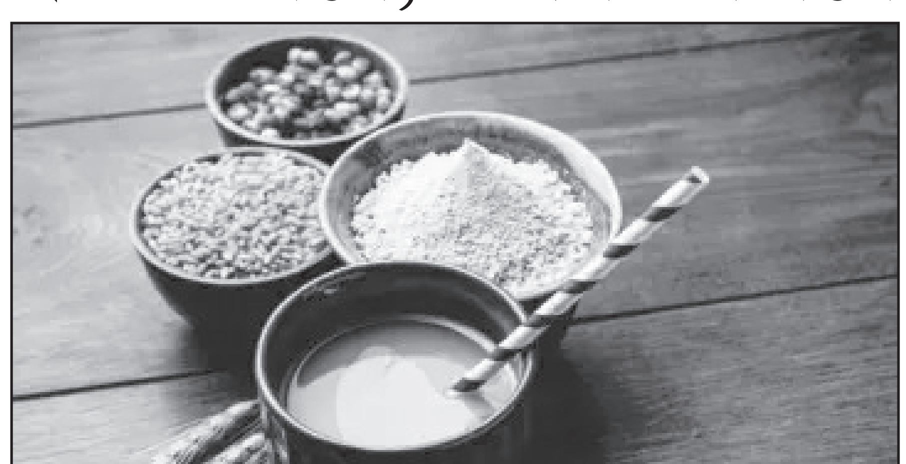

সকালে অফিসে বেরনোর তাড়াহুড়োয় কেউ না খেয়ে কেউ আবার ইনস্ট্যান্ট ম্যাগি কিংবা পাস্তা খেয়েই বেরিয়ে পড়েন। শরীরের আনাচে-কানাচে মেদ জমার জন্য এই অভ্যাস অনেকখানি দায়ী। অথচ তাড়াহুড়োর মাঝে এক গ্লাস ছাতুর শরবত খেয়ে নিলেই কিন্তু হতে পারে মুশকিল আসান। ছাতুতে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ভাল মাত্রায় থাকে। উপকারী খনিজও থাকে বেশ ভাল পরিমাণে। ১০০ গ্রাম মাছে যেখানে ১৫ থেকে ২০ গ্রাম প্রোটিন পাওয়া যায়, সেখানে ১০০ গ্রাম ছাতুতে থাকে ২০ থেকে ২৫ গ্রাম প্রোটিন। কেন রোজের ডায়েটে ছাতু রাখবেন, রইল হদিস।

হজম ভাল হয়: ছাতুতে ফাইবারের মাত্রা বেশি, তাই ছাতু হজমের জন্য খুবই ভাল। কোষ্ঠকাঠিন্য এবং পেটের অন্য নানা সমস্যা থেকে রেহাই পেতে হলে ছাতুতে ভরসা রাখতে পারেন।

ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে: ওজন ঝরানোর চেষ্টায় থাকলে রোজের ডায়েটে ছাতু রাখতেই পারেন। ছাতুতে ফাইবার থাকে বলে দীর্ঘ ক্ষণ পেট ভরা থাকে। তাই ভাজাভুজি কিংবা অস্বাস্থ্যকর খাবার থেকে সহজেই দূরে থাকা যায়।

কোলেস্টেরল কমায়: কোলেস্টেরলের রোগীদের অনেক কিছু খাওয়া মানা। তবে তাঁরাও কিন্তু নিশ্চিন্তে ছাতু খেতে পারেন। ফাইবারের কারণেই ছাতু কোলেস্টেরলও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।

রক্তে শর্করার মাত্রা কমায়: ছাতুতে ভরপুর মাত্রায় উদ্ভিজ্জ প্রোটিন থাকে। একই সঙ্গে এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্সের মান খুব বেশি হয় না। ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতেও ছাতু খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা।

চটজলদি শক্তি যোগায়: অফিসে কাজের মাঝেই হোক কিংবা বাড়িতে, খিদে পেলে শরীর যেন ঝিমিয়ে পড়ে। তখন ভাজাভুজি খাওয়ার প্রবণতা বাড়ে। খিদে পেলে এক গ্লাস ছাতুর শরবত কিংবা ছাতু মাখা খেতে পারেন। চটজলদি শরীর চাঙ্গা হবে, অনেক ক্ষণ পেট ভরাটও থাকবে আর ভুলভাল খাওয়ার ইচ্ছেও কমবে।

## কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি পেতে শরীরচর্চাও করতে হবে

সকালে শৌচালয়ে ঢুকলেই অনেকেরই অফিস যেতে দেরি হয়ে যায়। কারণ একটাই কোষ্ঠকাঠিন্য। যাঁরা সমস্যার শিকার, তাঁদের এমনিতেই খাবার খেতে হয় মেপে। তবুও সহজে মুক্তি পাওয়া যায় না এই সমস্যা থেকে। কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যায় দীর্ঘ দিন ধরে ভুগলে অনেক সময় অন্য কোনও রোগেরও ঝুঁকি থাকে। তাই কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে যত দ্রুত মুক্তি পাওয়া যায়, ততই ভাল।

ওষুধ খেয়ে কিংবা সঠিক নিয়ম মেনেও অনেক সময় কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে দূরে থাকা যায় না। এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার আরও একটি পথ হতে পারে শরীরচর্চা। নিয়ম করে যদি ব্যায়াম করা যায়, তা হলে সুফল পাওয়া সম্ভব। তবে কোন ব্যায়ামগুলি করবেন, তা জেনে নেওয়া জরুরি।

বজ্রাসন

পেটের অঞ্চলে রক্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে এই আসন অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। স্বাভাবিক ভাবেই, এতে হজম প্রক্রিয়ার সুবিধা হয়। কাজেই কোষ্ঠকাঠিন্যের ক্ষেত্রে বজ্রাসন অত্যন্ত কার্যকরী।

ভুজঙ্গাসন

হজমের প্রক্রিয়ার জন্য এই আসন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পেট এবং বিশেষ করে তলপেটের পেশিগুলির কর্মক্ষমতা বা শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই আসন অত্যন্ত কার্যকরী হয়ে উঠতে পারে।

ধনুরাসন যাঁরা মাঝেমধ্যেই গ্যাস বা হজমের সমস্যায় ভোগেন, তাঁদের নিয়মিত ধনুরাসন অভ্যাস করা উচিত। কোষ্ঠকাঠিন্যের মতো সমস্যার ক্ষেত্রে এই আসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হলাসন পিঠের পেশির শক্তিবৃদ্ধি সহ শরীরের বিভিন্ন পেশির ক্লান্তি মেটানোর ক্ষেত্রে এই আসন খুবই কার্যকর। হজমের প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যাঁরা সমস্যার সম্মুখীন হন, তাঁদের এই আসন নিয়মিত অভ্যাস করা উচিত।

## নিয়ম করে খেলে কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে

ইদানীং কিডনির সমস্যায় অনেকেই ভুগছেন। কমবয়সিদের মধ্যেও এই সমস্যার বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে। জল কম খাওয়া, দীর্ঘ ক্ষণ প্রস্রাব চেপে রাখা, বাইরের খাবার বেশি করে খাওয়া এমন কিছু কারণেই কিডনিতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। শুধু তো পাথর জমা নয়, কিডনিতেও আরও নানা সংক্রমণ বাসা বাঁধতে পারে। কিডনিতে কোনও সমস্যা হলে বাইরে থেকে সব সময় তার আঁচ পাওয়া যায় না। কারণ উপসর্গগুলি এত মৃদু হয় যে, বোঝার উপায় থাকে না। তাই কিডনি ভাল রাখতে খাওয়াদাওয়ায় জোর দিতে হবে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, কিডনিতে পাথর হওয়ার সমস্যা দূরে রাখতে পারে কয়েকটি ফল। নিয়ম করে সেগুলি খেলে কিডনি ভাল থাকবে।

সাইট্রাস জাতীয় ফল

ভিটামিন সি সমৃদ্ধ সাইট্রাস গোত্রের ফল কিডনিতে পাথর জমতে দেয় না। তাই এই ধরনের ফল নিয়ম করে খাওয়া যায়। কমলালেবু, আনারস, পাতিলেবু, স্ট্রবেরি কিডনি ভাল রাখে। অ্যাসিড-জাতীয় উপাদান ছাড়াও এই ফলে থাকা ভিটামিন সি কিডনি সুরক্ষিত রাখে।

বেদানা

কিডনি ভাল রাখতে বেদানাও দারুণ কার্যকরী। বেদানায় রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট, যা যে কোনও রকম সমস্যা থেকে দূরে রাখে কিডনিকে। বেদানা কিডনির কার্যকলাপ সচল রাখে। ফলে বেদানা রাখা জরুরি রোজের ডায়েটে।

বেরি

স্ট্রবেরি, ব্লুবেরিতে রয়েছে অক্সালেটস নামক অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট। এই উপাদান কিডনির সুরক্ষা বজায় রাখে। কিডনি সংক্রান্ত কোনও সমস্যার ঝুঁকি কমায়। অন্যান্য ফলের সঙ্গে তাই নিয়ম করে খেতে পারেন বেরিও। উপকার পাবেন।

## শসা দিয়ে টক দই

ছোট থেকে দেখে এসেছেন, বাড়িতে শসা দিয়ে টক দই খাওয়া হয়। কিন্তু বহুজাতিক সংস্থায় কাজ করতে এসে হঠাৎ জানতে পেরেছেন ইয়োগার্টের কথা। বেশি উপকার হবে ভেবে খেতেও শুরু করেছেন। কিন্তু বুঝতে পারছেন না, দইয়ের চেয়ে খেতে ঢের ভাল খেতে ইয়োগার্ট আদৌ শরীরের জন্য ভাল কি না। অনেকটা দইয়ের মতো খেতে, তৈরির পদ্ধতিও অনেকটা একই রকম, তা সত্ত্বেও ইয়োগার্ট আলাদা কেন?

প্রোটিন, ক্যালশিয়াম এবং প্রোবায়োটিক খাবারের প্রধান উত হল দই এবং ইয়োগার্ট। তবে দুধ থেকে দই বা ইয়োগার্ট তৈরি পদ্ধতি এই দুই খাবারকে পুষ্টিগুণের দিক থেকে আলাদা করেছে। দুধ সহ্য করতে পারেন না, এমন অনেককেই পুষ্টিবিদেরা দই খেতে বলেন। তা খেয়েও অনেকের পেটের সমস্যা হয়। কিন্তু ইয়োগার্ট খেলে এই ধরনের সমস্যা হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কারণ, এই খাবারে প্রোবায়োটিকের পরিমাণ দইয়ের চেয়ে বেশি। অন্তর্ত্তরে স্বাস্থ্য ভাল রাখতে নিয়মিত ইয়োগার্ট খাওয়ার পরামর্শ দেন পুষ্টিবিদেরা।

দই এবং ইয়োগার্ট দু’টি খাবারই দুগ্ধজাত। কিন্তু দু’টি খাবার তৈরির পদ্ধতি আলাদা। দুধ থেকে দই তৈরি করতে কোনও কৃত্রিম পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয় না। দুধের মধ্যে থাকা ব্যাক্টেরিয়াই দই জমাতে সাহায্য করে। অন্য দিকে, ইয়োগার্ট তৈরি করতে ল্যাক্টোব্যাসিলাস বুলগ্যারিকাস এবং স্ট্রেপটোকক্কাস থার্মোফিলাস ব্যাক্টেরিয়ার স্ট্রেইন প্রবেশ করানো হয়। যে কারণে ইয়োগার্টের স্বাদ স্বাভাবিক ভাবেই একটু টক হয়। দইয়ের চেয়ে ইয়োগার্টের টেক্সচারও আলাদা হয়। দইয়ের মধ্যে জলের ভাগ বেশি থাকে। মসৃণ হলেও মুখে দিলে বোঝা যায়, দইয়ের চেয়ে ইয়োগার্টের ঘনত্ব আলাদা। সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ, পদ্ধতিতে তৈরি হয় বলে ইয়োগার্টের স্বাদ হয় অনেকটা কাস্টার্ডের মতো।

৭ রামনগরে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দীপক মদুমদার বৃহস্পতিবার বাড়ি বাড়ি প্রচারে। ছবি- নিজস্ব।

## হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ের বাস দুর্ঘটনা খুবই দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক : খাড়গে

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ের বাস দুর্ঘটনা খুবই দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক, বৃহস্পতিবার এই মন্তব্য করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। বৃহস্পতিবার সকালে হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে একটি স্কুলবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে ৮ জন স্কুল পড়ুয়ার মত্যু হয় এবং ১৫ জন শিশু আহত হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, মৃতদের পরিবারের প্রতি আমাদের তরফ থেকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ঈশ্বর ওঁনাদের এই শোক সহ্য করার শক্তি প্রদান করুক। আমরা আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

উল্লেখ্য, হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যাওয়ায় ৮ জন স্কুল পড়ুয়ার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছে। সেইসঙ্গে ১৫জন শিশু গুরুতর আহতও হয়েছে। বাস চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

## “ট্র্যাফিক পুলিশের মতো মানুষ সিবিআইকেও আর মানে না“, ফিরহাদের তোপ

কলকাতা, ১১ এপ্রিল, (হি.স.): ট্র্যাফিক পুলিশের মতো মানুষ সিবিআইকেও আর মানে না! বৃহস্পতিবার এমনই দাবি করলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

কলকাতা হাই কোর্ট সন্দেশখালিতে মহিলা নির্যাতন, জমির জবরদখল, স্থানীয় বাসিন্দাদের উপর জুলুমবাজির অভিযোগগুলি নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। এই নিয়ে ফিরহাদকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ওই মন্তব্য করেন।

ফিরহাদ বলেন, ‘‘এখন আর সিবিআইয়ের কোনও অস্তিত্ব নেই। তার কারণ ওই জুজুর ভয় এক বার হয়, দু’বার হয়, তিন বার হয়।” তার পরেই পদ্মশিবিরকে নিশানা করে তাঁর সংযোজন, ‘‘এখন তো সিবিআইকে যা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি, তাতে ট্র্যাফিক পুলিশকে যেমন মানুষ আর মানে না, সিবিআইকেও মানে না।”

## শিবসাগরে নামাজ আদায় যোরহাটের কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈ এবং রাইজর দলের-সুপ্রিমো বিধায়ক অখিল গগৈয়ের

শিবসাগর (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : শিবসাগরে ঈদ-উল-ফিতরের নামাজ আদায় করেছেন যোরহাটের কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈ এবং রাইজর দলের-সুপ্রিমো বিধায়ক অখিল গগৈ।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে শিবসাগরের একটি ঈদগাহে গিয়ে স্বাভাবিক নামাজের মতো তাকবিরে তাহরিমা বলে দুই নেতা হাত বেঁধে ছানা পাঠ করেছেন। তার পর মুসল্লিদের শেখানো অতিরিক্ত তিনটি তাকবির বলেন। প্রথম দুই তাকবিরে হাত তুলে ছেড়ে দেন এবং তৃতীয় তাকবিরে হাত বেঁধে ফেলেন। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের দেখে দেখে যতটুকু পেরেছেন আউজুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়ার পর ইমাম সুরা ফাতিহা পড়ে এর সঙ্গে অন্য একটি সুরা মিলিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় এক সূত্র এ খবর দিয়ে জানান, স্বাভাবিক নামাজের মতোই রুকু-সিজদা করে প্রথম রাকাত শেষ করে দ্বিতীয় রাকাতে ইমাম কিরাত পড়া শেষে রুকুতে যাওয়ার আগে অতিরিক্ত তিন তাকবির দেন। প্রতি তাকবিরের সঙ্গে হাত তুলেছেন এবং ছেড়েছেন। চতুর্থ তাকবির বলে রুকুতে চলে যান। এর পর স্বাভাবিক নামাজের মতোই নামাজ শেষে ইমাম মিম্বারে উঠে দুটি খুতবা দেন উভয়ে।

এ সময় ইমামের খুতবা মনোযোগ সহকারে শুনেছেন কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব গগৈ এবং বামপন্থী রাইজর দলের নেতা তথা শিবসাগরের বিধায়ক অখিল গগৈ। খুতবা শেষে সকলরে সঙ্গে এই দুই নেতাও ঈদগাহ ত্যাগ করেছেন।

## বাঙালি হিন্দুর দূর্দশার কথা স্মরণ সামাজিক মাধ্যমে

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি. স.) : এক্স হ্যান্ডলে মায়াবতী নামে এক হিন্দু সন্ন্যাসীর বার্তা শেয়ার করে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায় বৃহস্পতিবার সামাজিক মাধ্যমে বাঙালি হিন্দুর দূর্দশার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন।

ওই বার্তায় লেখা, “স্যার, বামপন্থী ইকোসিস্টেম বাংলায় কী দুর্দশা নিয়ে এসেছে। যারা বাংলা ছেড়ে ভারত-বিদেশে স্থায়ী হয়েছে তাঁরা ভাগ্যবান। কিন্তু ৭ কোটি বাঙালি হিন্দু, যাঁদের বাংলা ছাড়া আর কোথাও থাকার জায়গা নেই?”

একটি ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত প্রতিবেদনের শিরোনামায় লেখা, ২০০ টি জেলায় সংখ্যালঘু হয়ে গিয়েছেন হিন্দুরা। সেই খবরের প্রতিলিপি যুক্ত করে মায়াবতী এদিন এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, “২০০ জনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ২৯ জন। হিন্দুরা কবে বুঝবে? তাঁরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে সব জিনিসপত্র বাংলাদেশে ফেলে এসেছেন। এখানে তাঁরা ধর্মনিরপেক্ষতা পালন করেন। আচ্ছা বাংলার পর দেখা যাক কোথায় যায়? ইউপি? গুজরাট?”

## হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে দুর্ঘটনার কবলে স্কুল বাস; ৬ পড়ুয়ার মৃত্যু, দায়ের এফআইআর

মহেন্দ্রগড়, ১১ এপ্রিল (হি.স.): হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেল একটি স্কুল বাস। ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ স্কুল পড়ুয়ার, এছাড়াও কমপক্ষে ১৪ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। স্কুল বাসের চালক ‘’’’মদ্যপ’’’’ অবস্থায় ছিল বলে জানা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মহেন্দ্রগড়ের কানিনা মহকুমার অন্তর্গত উনহানি গ্রামের কাছে। ঈদের ছুটি সত্ত্বেও স্কুলটি খোলা ছিল এদিন।

ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কানিনা শহরের স্কুলে যাচ্ছিল বাসটি। উনহানি গ্রামের কাছে পৌঁছলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, এরপর বাসটি উল্টে যায়। ছাত্র-ছাত্রীদের চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বাসের ভিতর থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্ধার করা হয়। এরইমধ্যে পুলিশ দুর্ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয়। এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ শিক্ষার্থীর এবং ১৪ জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছে। বাসের চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

জেলা কালেক্টর মনিকা গুপ্তা বলেছেন, ’একটি বেসরকারি স্কুলে ছুটি ছিল, ছুটির দিনেও স্কুল খোলা ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আহত শিশুদের চিকিৎসা চলছে। আর কারও জীবনের কোনও ঝুঁকি নেই...সরকার তাদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম চিকিৎসা দিচ্ছে...গাড়িতে কাগজপত্রের অভাবও ছিল, তাই স্কুল প্রশাসনের বিরুদ্ধেও এফআইআর দায়ের করা হচ্ছে।’ হরিয়ানার শিক্ষামন্ত্রী সীমা ত্রিখা বলেছেন, ’আমি গোটা রাজ্যকে বলতে চাই, আজ স্কুল খোলা চলবে না। কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়েছে এবং তা ছাড়াও, আমরা বেসরকারি স্কুলগুলি থেকে স্ব-হলফনামা নিয়েছি... দ্বিতীয়ত, তাদের স্কুলগাড়ির একটি হলফনামা দিতে হবে যে তাদের যানবাহন পরিবহন নিয়ম এবং নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে। তৃতীয়ত, যারাই গাড়ি চালাচ্ছে, তারা যদি মদ্যপ অবস্থায় পাওয়া যায়, তাহলে তারা (স্কুল) দায় নেবে।’ এই দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শোকপ্রকাশ করেছেন হরিয়ানার বর্তমান এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীও।

## ভোটের আগে ধাক্কা খেল মায়াবতীর বিএসপি, জয়ন্তের আরএলডি-তে যোগ দিলেন মালুক নাগর

লখনউ, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : লোকসভা ভোটের আবহে ধাক্কা খেল মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)। প্রাক্তন বিএসপি নেতা মালুক নাগর বৃহস্পতিবার দিল্লিতে দলের প্রধান জয়ন্ত চৌধুরীর উপস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় লোক দল (আরএলডি)-এ যোগ দিয়েছেন।

আরএলডি প্রধান জয়ন্ত চৌধুরী বলেছেন ’সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কথা বলা ভুল নয়। আমি আমার সমস্ত বিধায়ককে লিখিতভাবে জানিয়েছি, এমএলএ তহবিলের মোট ৫১ শতাংশ সংখ্যালঘুদের জন্য ব্যয় করা উচিত। আমরাই প্রথম দল যারা নিজ সাংসদদেরও তা করতে বলেছে।’

আরএলডি-তে যোগদানের পর সাংসদ এবং প্রাক্তন বিএসপি নেতা মালুক নাগর বলেছেন, ’আমি যখন সাংসদ হয়েছিলাম, তখন আরএলডি সমাজবাদী পার্টি এবং বিএসপি এতে একটি বিশাল ভূমিকা পালন করেছিল। জয়ন্ত জিও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আমি সবসময় রাজনীতি ও দলের ঊর্ধ্বে উঠে সংসদে অনেক বিষয় উত্থাপন করেছি।’

## উত্তর প্রদেশের ভাদোহি আসন থেকে বিনোদ কুমার বিন্দকে টিকিট দিয়েছে বিজেপি

লখনউ, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) বৃহস্পতিবার লোকসভা নির্বাচনের জন্য তাদের ১১-তম তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় উত্তর প্রদেশের ভাদোহি লোকসভা সংসদীয় আসন থেকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। বিজেপির তরফে প্রকাশ করা প্রার্থীদের আরেকটি তালিকায় ভাদোহি আসন থেকে ডক্টর বিনোদ কুমার বিন্দকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। বিজেপি রমেশ বিন্দের টিকিট বাতিল করে বিনোদ কুমার বিন্দকে প্রার্থী করা হয়েছে।

এর আগে, বিজেপি উত্তরপ্রদেশের ৭টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছিল। মইনপুরী আসনে, যোগী সরকারের মন্ত্রী জয়বীর সিং ঠাকুরকে সমাজবাদী পার্টির সভাপতির স্ত্রী এবং সাংসদ ডিম্পল যাদবের বিরুদ্ধে প্রার্থী করা হয়েছে। জয়বীর সিং আসনটিতে আসার সঙ্গে সঙ্গে সমাজবাদী পার্টি এবং বিজেপির মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা জোরদার হয়ে উঠেছে।

উত্তর প্রদেশ রাজ্যের ৭১টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি। কায়সারগঞ্জ, রায়বেরেলি, দেওরিয়া এবং ফিরোজাবাদ আসনের জন্য এখনও প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি।

## পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত ঈদ-উল-ফিতর

পাথারকান্দি (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : বিগত বছরগুলির মতো এবারও দীর্ঘ একমাস রোজাব্রত পালনের পর আজ বৃহস্পতিবার রমজান মাসের শেষে পাথারকান্দির বিভিন্ন স্থানে উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালিত হয়েছে ঈদ-উল-ফিতর। ঈদ উপলক্ষ্যে এলাকার ছোট-বড় প্রায় ২৫টি ঈদগাহ ময়দানকে যথাসাধ্য মনোরম দৃশ্যে সাজিয়ে তোলা হয়। স্থানে স্থানে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তোরণও লাগানো হয়েছে।

শান্তিপূর্ণভাবে ঈদের উৎসব পালনের জন্য শুরু থেকে প্রশাসন সজাগ ছিল। গতকাল বুধবার থেকেই এলাকার প্রতিটি ঈদগাহ ময়দানে পুলিশ কড়া নজরদারি রেখেছিল। এবারের ঈদে ফিতরার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৫৩.২০, ৩২৬.৬০ এবং ৬৫.৪০ টাকা।

বৃহস্পতিবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সকাল সাতটা থেকে নয়টার মধ্যে এলাকার ডেঙ্গারবন্দ, কটামণি, ইছারপার, রাধামাধবপুর, ছলামনা, নাগ্রা, মানিকবন্দ, ঝেরঝেরি, উত্তর ঝেরঝেরি, বাজারিছড়া, কালাছড়া, চন্দ্রপুর, লোয়াইরপোয়া, বৈঠাখাল, কাঁঠালতলি, জালালনগর, পাথারকান্দি হাটখলা, চাঁদখিরা, ডেফলআলা, জুড়বাড়ি, কাবাড়িবন্দ, করমপুর, ডেউবাড়ি, কাসেরগাঁও প্রভৃতি ঈদগাহে শান্তিপূর্ণভাবে ঈদের নামাজ আদায় হয়েছে।নামাজ শেষে বিশ্বশান্তির জন্য বিশেষ প্রার্থনা সভা এবং শেষে পরস্পরের সাথে কুশল ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা হয়। এদিন বিভিন্ন ঈদগাহে ঈদের নামাজ পরিচালনা করেন বিভিন্ন ইসলামিক পণ্ডিতগণ। ডেঙ্গারবন্দ ঈদগাহে ঈদের নামাজ পরিচালনা করেন নাইবে আমীরে শরীয়ত মাওলানা বদরুল হক এমনী ও কাঁঠালতলিতে মওলানা জিয়া উদ্দিন। ঈদ উপলক্ষ্যে এদিন বিভিন্ন ঈদগাহের পাশে মেলাও বসেছে।

## প্রচারে মিঠুনকে নামিয়ে বাজিমাত করতে চাইছে পদ্ম শিবির

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে এবার ভোট প্রচারে নামছেন মিঠুন চক্রবর্তী। লোকসভা ভোট প্রচার এবার উত্তরবঙ্গ দিয়ে শুরু করছেন তিনি। আগামী রবিবার, ১৪ এপ্রিল থেকে শুরু করে টানা তিন দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে মহাগুরু।

বিজেপি সূত্রের খবর, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে পথযাত্রা এবং সভা করবেন মিঠুন। করবেন সাংগঠনিক বৈঠকও। ’২৪-এর ভোটকে পাখির চোখ করেছে পদ্ম শিবিরে। গত লোকসভা ভোটে উত্তরে ভাল ফল করেছিল বিজেপি। এবারও উত্তরবঙ্গে নিজেদের রাজনৈতিক জমি ধরে রাখতে এখন মরিয়া, গেরুয়া শিবির।প্রথম দফায় আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহারে ভোট। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গে ভোট প্রচারে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শেষ বেলার প্রচারে এবার মিঠুন চক্রবর্তীকেও ময়দানে নামিয়ে বাজিমাত করতে চাইছে পদ্ম শিবির।

## আইএসএল : প্লে-অফ আগেই নিশ্চিত, লিগ শিল্ডের দৌড়ে জিততেই হবে মোহনবাগানকে

কলকাতা, ১১ এপ্রিল(হি.স.) : আইএসএলে মোহনবাগানকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে হবে প্রতিপক্ষ বেঙ্গালুরু এফসি বিরুদ্ধে।আইএসএলের লিগ পর্বে আর দুটি ম্যাচ বাকি মোহনবাগানের। আগের ম্যাচে পঞ্জাবকে হারিয়ে লিগ শিল্ডের দৌড়ে টিকে রয়েছে মোহনবাগান।বৃহস্পতিবার বেঙ্গালুরু এফসিকে হারাতে পারলেই এগিয়ে যাবে আরও একধাপ।এদিনের পর মোহনবাগানের শেষ ম্যাচ পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে থাকা মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে। এদিন যদি সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে মোহনবাগান জিততে পারে তাহলে মুম্বই এফসির বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচটা লিগ শিল্ডের নির্ণায়ক হয়ে দাঁড়াবে।

## ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ লিখেছেন, ‘ঈদ-উল-ফিতরের শুভেচ্ছা জানাই সকলকে। সহানুভূতি, একতা এবং শান্তির বার্তা রইল ঈদের এই পবিত্র মরশুমে। সকলে যেন সুখে, শান্তি, সুস্থভাবে জীবনযাপন করতে পারেন। ঈদ মুবারক।’

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটে ভারতের আকাশে দেখা দেয় ঈদের পবিত্র চাঁদের। বুধবার সন্ধ্যায় ভারতের প্রায় সমস্ত অংশের আকাশেই দেখা গিয়েছে চাঁদের। বৃহস্পতিবার পালিত হচ্ছে খুশির ঈদ। চলতি বছর ১২ মার্চ থেকে শুরু হয়েছিল রমজান মাস। মোট ৩০ দিন ধরে পালিত হয় রোজা। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত না খেয়ে রোজা পালন করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। বুধবার ছিল ভারতে রোজা পালনের অন্তিম দিন।

## হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণা নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১১ এপ্রিল, (হি.স.): নেপালকে হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণার দাবিতে কাঠমান্ডুর বিক্ষোভ সমাবেশের সচিত্র খবর সামাজিক মাধ্যমে পরিবেশন করে বৃহস্পতিবার বিশেষ বার্তা দিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, “ছবিটিতে নেপালকে একটি হিন্দু জাতি পুনরায় ঘোষণার দাবিতে রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টির একটি বিশাল বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে। আমাদের হিমালয়ের প্রতিবেশী থেকে ভারতের জন্য একটি শিক্ষা?” প্রসঙ্গত, বেশ কিছুদিন ধরে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বলে সরকারিভাবে ঘোষণার দাবি উঠেছে। এ সম্পর্কে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, “ভারত থেকে কেউ হজ করতে গেলে সেখানে তাঁকে হিন্দু বলে সম্বোধন করা হয়। সেখানে তাঁকে কেউ হাজি বলে না, কেউ তাকে ইসলাম বলেন না, সেখানে তাঁকে হিন্দু নামে সম্বোধন করা হয়। যদি সেই প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র, কারণ ভারতের প্রতিটি নাগরিক একজন হিন্দু’। তিনি বলেন, “আমরা যদি হিন্দুকে ধর্ম, বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত করি, তাহলে আমরা হিন্দু বুঝতে ভুল করছি। প্রত্যেক ভারতীয়কে অবশ্যই সংবিধানের প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধাশীল হতে হবে, যা আমাদের নিয়ন্ত্রক।’

## জেলবন্দি অনুব্রতকে খোঁচা দিলীপ ঘোষের

পশ্চিম বর্ধমান, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ভোটের বাংলায় গুড়-বাতাসার পালটা ছোলা-গুড়! এবার প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়ে ’’ছোলা-গুড়’’ খেয়ে শক্তি বাড়ালেন দিলীপ ঘোষ। নাম করে জেলবন্দি অনুব্রত মণ্ডলকে খোঁচা দিলেন বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী।

রোজকার মতোই বৃহস্পতিবার সকালেও বর্ধমানে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন দিলীপবাবু। সেখানেই বলেন,’আমরা শক্তি বাড়ানোর জন্য ছোলা-গুড় খাই, মানুষকে দেখানোর জন্য নয়। যারা গুড়-বাতাসার কথা বলেছিল, তাঁরা আজকে কোথায় আছে দেখুন! আমরা মানুষের শক্তি বাড়ানোর জন্য কাজ করি।’

এদিন নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী কীর্তি আজাদকেও নিশানা করেন দিলীপবাবু। প্রচারে বেরিয়ে ঘোড়ায় চড়ছেন কীর্তি। সেই বিষয়টিকে খোঁচা দিয়ে বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি বলেন, ’লোকে বিয়ের সময় ঘোড়ায় চাপে। কীর্তি আজাদ ঘোড়ায় চেপে প্রচার করতে যাচ্ছেন। ঘোড়ায় চেপে প্রচার করলে পরিশ্রম হয় নাকি!’

তৃণমূল প্রার্থী তথা প্রাক্তন ক্রিকেটার কীর্তি নিজের স্ত্রীকে নিয়ে প্রচারে যাচ্ছেন। অথচ তাঁর স্ত্রী অসুস্থ বলেই খবর। তৃণমূল প্রার্থীর সেই যুগল প্রচারকেও কটাক্ষ করলেন দিলীপবাবু। বললেন, ’প্রচারে নিজের অসুস্থ

## রাজ কুমারের ইস্তফা নিয়ে মুখ খুললেন অতিশী, দিল্লির প্রাক্তন মন্ত্রী অবশ্য বলছেন অন্য কথা

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): দিল্লির মন্ত্রিত্ব থেকে রাজ কুমার আনন্দের পদত্যাগ প্রসঙ্গে মুখ খুললেন দিল্লির মন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেত্রী অতিশী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অতিশী বলেছেন, ’দিল্লির সবাই জানেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে একটি মিথ্যা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে। যেহেতু তিনি বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, জল, ভাল শিক্ষা এবং মহল্লা ক্লিনিক দেন। দিল্লির মানুষ মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালের গ্রেফতারে ক্ষুব্ধ...রাজ কুমার আনন্দ কেন পদত্যাগ করেছেন তা সবাই জানেন। নভেম্বরে তাঁর বাসভবনে ২৩ ঘণ্টা অভিযান চালানো হয়েছিল। ইডি থেকে তাঁর উপর অনেক চাপ ছিল।’

এদিকে, মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেওয়া রাজ কুমার আনন্দ অবশ্য অন্য কথা বলছেন। তিনি বলেছেন, ’আমি এটা পরিষ্কার করতে চাই যে আমি ইডি-র ভয়ে এখানে আসিনি। আমার বাসভবনে ইডি-র অভিযান ছিল শুধুমাত্র আবগারি কেলেঙ্কারির টাকার ট্রেইল খুঁজে বের করার জন্য। ইডি আগে বিবৃতিতে বলেছিল, এই মামলায় এক টাকারও দুর্নীতি হয়নি... আমি যদি এই মিথ্যার রাজনীতিতে বিশ্বাস করতে থাকতাম, তবে আমি যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকতাম...গতকাল সৌরভ ভরদ্বাজ বললেন, দলিত, গরিব, দুর্বল... সব দলিত কি দুর্বল ও দরিদ্র?... আমি দলিতদের অপমান সহ্য করব না।’

## স্প্রিন্টার জ্যোতি ইয়ারাজির প্যারিস অলিম্পিকের আগে স্পেনের টেনরিফে প্রশিক্ষণ নেবেন

হায়দারাবাদ, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : এশিয়ান গেমসে পদকজয়ী স্প্রিন্টার জ্যোতি ইয়ারাজির আসন্ন মরসুম এবং প্যারিস অলিম্পিকের জন্য স্পেনের টেনরিফে প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার ব্যাপারে সরকারকে জানিয়েছেন। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় ক্রীড়া মন্ত্রকের মিশন অলিম্পিক সেল স্পেনে জ্যোতি ইয়ারাজির প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার ব্যাপারটাতে অনুমোদন দিয়েছে। জ্যোতি বর্তমানে প্যারিস যাওয়ার তালিকায় ২৩---তম স্থানে রয়েছেন। তিনি মহিলাদের ১০০মিটার হার্ডলস ইভেন্টে আছেন। আসন্ন মরসুম এবং প্যারিস অলিম্পিকের প্রস্তুতির জন্য ৪৫ দিনের জন্য স্পেনের টেনেরিফে প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা রয়েছে।

## মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : মহান সমাজ সংস্কারক মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার মহান সমাজ সংস্কারক মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলের জন্মবার্ষিকী।সামাজিক ন্যায় এবং দলিতদের ক্ষমতায়নে জ্যোতিবা ফুলের অবদান অবিস্মরণীয়। প্রধানমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে ওঁনাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী এক্স-এ লিখেছেন, ’ আজ আমরা মহান মহাত্মা ফুলের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। একজন দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন এবং সমতার প্রচারে তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ওঁনার কাজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে শক্তি দিয়েছে। শিক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে তার অক্লান্ত পরিশ্রম সমাজে একটি তার চিহ্ন রেখে গেছে।’

## নবগ্রামে পুরনো বাড়ির দেওয়াল ভেঙে দুই শ্রমিকের মৃত্যু

হুগলি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : এবার নবগ্রামে পুরনো বাড়ির দেওয়াল ভেঙে দুই শ্রমিকের মৃত্যু হল। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ২ শ্রমিক। স্থানীয়দের দাবি, পুরনো বাড়ির পাশেই তৈরি হচ্ছিল বহুতল। দেওয়াল ঘেঁষে রাখা ছিল নির্মীয়মাণ বহুতলের ইমারতি সামগ্রী। স্থানীয়দের অভিযোগ, নিরাপত্তা ছাড়াই বহুতল তৈরির কাজ চলছিল।

## কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ থেকে বিদায় মেসির মায়ামির

আমেরিকা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মন্টেরির কাছে ৩-১এ হেরে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপ থেকে বিদায় নিল ইন্টার মায়ামি। বৃহস্পতিবার এস্টাডিও বিবিভিএ ব্যানকোমার স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল মন্টেরি ও ইন্টার মায়ামি। প্রথম লেগে ২-১ গোলে হেরে যাওয়ায়, সেমিফাইনালে যাওয়ার জন্য দ্বিতীয় লেগে জয় দরকার ছিল মায়ামির।এদিন জয় তো দূরের কথা, ম্যাচটি বড় ব্যবধানে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিল মায়ামি।মেসি-সুয়ারেজরা দলকে বড় হারের হাত থেকে বাঁচাতে পারেনি।ম্যাচের ৩১মিনিটেই ব্র্যান্ডন ভাজকুয়েজম মন্টেরিকে লিড এনে দেন। এক গোলে পিছিয়ে থেকে বিরতিতে যায় মায়ামি। দ্বিতীয়ার্ধে ৬ মিনিটের মধ্যে দুই গোল করে মন্টেরি। এরফলে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে মায়ামি। জার্মান বার্টারমে এবং জেসুস গ্যালার্দোর গোলে ৩-০ তে এগিয়ে যায় মন্টেরি। ম্যাচের ৭৮ মিনিটে আলবা লাল কার্ড দেখায় মায়ামি ১০ জনের দল হয়ে যায়। ম্যাচের ৮৫ মিনিটে মায়ামির গোমেজ এক গোল শোধ দেয়। ফলে দ্বিতীয় লেগে ৩-১ গোলে আর প্রথম লেগে ২-১ মিলিয়ে ৫-২ গোলে হেরে কনকাকাফ চ্যাম্পিয়ন্স কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় নিল মেসির দল মায়ামি।

## ঋষিকেশ ও উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে : ধামি

শিমলা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ঋষিকেশ ও উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে, এই মন্তব্য করেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উত্তরাখণ্ড সফর রয়েছে। এনিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি একথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এদিন উত্তরাখণ্ডে প্রধানমন্ত্রীর সফরকে নিয়ে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি আরও বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের জন্য এই সফরগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও ঋষিকেশ ও উত্তরাখণ্ডের সঙ্গে প্রধামন্ত্রীর সম্পর্ক খুবই গভীর। উত্তরাখণ্ড হল তিনটি লোকসভা আসনের কেন্দ্র।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচন শুরু হবে আগামী ১৯ এপ্রিল। মোট ৭ দফায় হবে এই লোকসভা ভোট।

## কর্মসূচি

● প্রথম পাতার পর

আগারওয়াল জানিয়েছেন, গতকাল থেকে ৮৫ বছরের উর্ধ ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছে। রাজ্যে অবাধ ও শান্তিপূর্ন নির্বাচন সম্পুন্ন করতে নির্বাচন কমিশন সবধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।তাছাড়া, নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও ধরণের অভিযোগ জমা পড়লে তা দ্রুত সমাধান করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।সাথে সমস্ত জনগণের কাছে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

## স্বামী

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের সদস্যরা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পর গৃহবধূ গীতা পাল মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। এদিলে আশাঙ্কাজনক অবসায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বামী। কিন্তু কিভাবে তাঁদের শরীরে আগুন লাগে সেবিষয়ে এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি। পুলিশ ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে।

## সমাপ্ত হয়ে যাবে

● প্রথম পাতার পর

ধর্ম হতে পারে না। সমস্ত ধর্ম রাষ্ট্রের চোখে সমান। বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্র নেতৃত্ব অনুরাগ দেখাতে পারবেন না।

এদিন তিনি জোর গলায় বলেন, ত্রিপুরায় প্রথম কোনো রাজনৈতিক দল কম ভোট পেয়েও সরকারের মসনদে বসতে পেরেছে। বিজেপি সরকার ভয় পেয়েছে তাই তারা অগণতান্ত্রিক কায়দা অনুসরণ করছে। জনগণের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

এদিন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, আসন্ন লোকসভা নির্বাচন একটি যুদ্ধ। এই যুদ্ধ গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার যুদ্ধ। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে মাত্র ৩৯ ভাগ ভোট পেয়ে ক্ষমতায় বসেছে বিজেপি। রাজ্যের ৬০ ভাগ মানুষ শাসক দলকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, জনগণকে যেভাবে ঠকিয়েছে তার জন্য তাদের প্রত্যাখ্যাত করেছে।

## স্বর্ণালঙ্কার চুরি

● প্রথম পাতার পর

জুয়েলারি নামক রেডিমেড স্বর্ণের দোকানে ক্রেতা সেজে এক চোর বেশ কিছু স্বর্ণালংকার হাতিয়ে বিশেষ বাহানায় গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়।কিন্তু এতদিন বিষয়টি জুয়েলারি মালিকের নজরে পড়েনি।বর্তমান চৈত্র মাসে দোকানের পুরনো স্টক মিলাতে গিয়ে গতকাল বিষয়টি নজরে পড়ে মালিক পক্ষের।পরে দোকানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রত্যক্ষ করে দেখা যায় যে সেদিন ক্রেতা সেজে আসা ব্যাক্তিটি কৌশলে দোকান থেকে দু জোড়া কানের স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে গেছে।এ মর্মে আজ পানিসাগর থানায় অজ্ঞাত পরিচয়হীন চুরের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন উক্ত দোকান মালিক।এবার দেখার বিষয় পুলিশি তদন্তে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে উক্ত চোরকে পাকড়াও করা যায় কি না।

## ঈদ-উল-ফিতর

● প্রথম পাতার পর

তিনি মসজিদে উপস্থিত সকলের পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত মুসলিম ভাই ও বোনদের ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে পবিত্র ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এদিন তিনি বলেন, সারা বিশ্ব জুড়ে আজকের দিনটিকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা আনন্দের সাথে উৎযাপিত করেন।তিনি আগামীদিনে সকলের সুস্থতা কামনা করেছেন।

## চলছে

● প্রথম পাতার পর

এপ্রিল, ২০২৪ ইং বাকি ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট গ্রহণ করা হবে।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এত বিপুল সংখ্যক যুবক ও শক্তি স্বরূপিনী মা-বোনদের এই সমাবেশ দেশকে বড় বার্তা দিচ্ছে। ৪ জুনের ফল আজ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, করৌলি বলছে ৪ জুন ৪০০ পার। রাজস্থানের মানুষ আবারও বলছে মোদী সরকার। আসন্ন লোকসভা নির্বাচন কাউকে সাংসদ বানানোর নির্বাচন নয়। এই নির্বাচন একটি বিকশিত ভারতের সংকল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার নির্বাচন। গত ১০ বছরে, মোদী সরকার সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছে যেগুলি কংগ্রেস হাল ছেড়ে দিয়েছিল। কংগ্রেস কয়েক দশক ধরে দারিদ্র্য দূর করার স্লোগান দিয়েছিল, কিন্তু মোদী ২৫ কোটি দেশবাসীকে দারিদ্র্যতা থেকে বের করে আনতে কাজ করেছেন।

মোদী বলেন, কৃষকদের নিজেদের অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিল কংগ্রেস, কিন্তু বিজেপি সরকার কৃষকদের সমৃদ্ধ করার জন্য ক্রমাগত কাজ করছে। এখন দেশের ১০ কোটি কৃষক প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি পাচ্ছেন। করৌলি-ধোলপুরের ৩.২৫ লক্ষেরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউন্টে ৭০০ কোটি টাকার বেশি পাঠানো হয়েছে। মোদী সরকারই দেশের প্রথম সরকার, যারা পশুপালনের উদ্যোদ নিয়েছে। করৌলিতে, কেন্দ্রীয় সরকার ৪০ হাজারেরও বেশি কৃষকের গবাদি পশুকে পা ও মুখের রোগের বিরুদ্ধে ১.৫ লক্ষেরও বেশি টিকা দিয়েছে। করোনার সময় মোদী সরকারের পরিচালিত টিকা অভিযান দেশ ও বিশ্বের প্রতিটি কোণে প্রশংসিত হয়েছিল। একইভাবে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ করে পশুদের টিকা দেওয়া হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, যে দানা শস্য উৎপাদনে রাজস্থান শীর্ষস্থানীয় রাজ্য। আগে কেউ মিলেট শস্যের কৃষকদের গুরুত্ব দিত না। মিলেট মিশন অভিযানের মাধ্যমে মোদী সরকার সারা বিশ্বকে মিলেটের গুরুত্ব সম্পর্কে বুঝিয়েছে এবং বলেছে যে এটি একটি সুপারফুড। আমেরিকা সফরের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন যে তিনি যখন হোয়াইট হাউসে একটি ভোজসভার আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন, তখন সেখানকার সব খাবারই ছিল নিরামিষ এবং দানা শস্য থেকে তৈরি। আজ বিশ্বব্যাপী এর চাহিদা বেড়েছে এবং এই সুপারফুড বিশ্বে তার নতুন স্থান তৈরি করছে এবং এটি রাজস্থানের কৃষকদের জন্য বিশাল সুবিধা নিয়ে আসবে। মোদী সরকার তৈল বীজের জন্য জাতীয় মিশন শুরু করেছে, যাতে করৌলি-ধোলপুর বড় ভূমিকা পালন করবে।

মোদী বলেন, কংগ্রেস দলিত, আদিবাসী এবং মহিলাদের কখনও সুযোগ দেয়নি এবং কখনও তাদের সম্মান করেনি। ভারতীয় জনতা পার্টি দেশের ৫০ কোটিরও বেশি দরিদ্র মানুষের জন ধন অ্যাকাউন্ট খুলেছে, ১১ কোটি পরিবারের জন্য শৌচাগার তৈরি করেছে, ৪ কোটি দরিদ্র মানুষকে স্থায়ী বাড়ি প্রদান করেছে, যাদের বেশিরভাগই সমাজের বঞ্চিত অংশের সুবিধাভোগী। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে বেশিরভাগ বাড়িই মহিলাদের নামে নথিভুক্ত করা হয়েছে। মহিলাদের সিলিন্ডার সরবরাহ করে মোদী সরকার তাদের জীবনকে ধোঁয়ামুক্ত করেছে এবং ৩ কোটি লখপতি দিদি তৈরি করার চেষ্টা করছে। এই সব কাজ আগেই করা উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। কংগ্রেসের অবহেলার কারণে দেশের দলিত, আদিবাসী ও নারীদের বহু প্রজন্ম কষ্ট সহ্য করেছে। কিন্তু এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী একজন গরীবের সন্তান, তাই গরিবরা অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছে। মোদীর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উন্নত ভারতের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য দেশের নামে। ২০৪৭ সালের জন্য মোদীর জীবন ২৪অ৭।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির বেড়াজালে নিমজ্জিত কংগ্রেস জনগণের বাধ্যবাধকতায় লাভ চায়। কংগ্রেসই রাজস্থানে জল সংকটকে আরও বড় করেছে। প্রতিটি ঘরে জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিজেপি জলজীবন মিশন শুরু করেছিল কিন্তু কংগ্রেস তাতেও কেলেঙ্কারি করেছিল। এখন বিজেপির প্রচেষ্টায়, করৌলি ধোলপুরের ১ লক্ষ ৫০ হাজার বাড়িতে জল পৌঁছেছে এবং কংগ্রেস শাসনকালে বছরের পর বছর ধরে অমীমাংসিত ইআরসিপি প্রকল্পটিও মাত্র ১০০ দিনের মধ্যে রাজস্থানের বিজেপি সরকার পাস করেছে। হরিয়ানার সঙ্গে চুক্তির ফলে রাজস্থানের অনেক জেলায় জল পৌঁছে যাবে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ হরিয়ানায় বিজেপি সরকার আছে এবং রাজস্থানে জনগণ বিজেপি সরকার এনেছে। এর বাইরে গুজরাট-রাজস্থান সমস্যা সমাধানের পর গুজরাট ও রাজস্থানের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জল সরবরাহ করা হয়। সেই সময় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভৈরো সিং শেখাওয়াত আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, যজল সরবরাহ করা একটি বড় বিষয়, আপনি জল সরবরাহ করেছেন, রাজস্থান আপনাকে কখনই ভুলবে না।

মোদী বলেছেন, কংগ্রেস জল থেকে অর্থ উপার্জনের পাপ করেছিল এবং বিজেপি এটিকে সেবা, দায়িত্ব এবং জবাবদিহির কাজ হিসাবে বিবেচনা করে তা পূরণ করেছে। মোদীর গ্যারান্টি, আগামী সময়ে রাজস্থানের প্রতিটি ঘরে নলের মাধ্যমে জল থাকবে। জনগণের স্বপ্ন মোদীর সংকল্প। মোদীর জন্ম আরাম ও মজা করার জন্য নয়, মোদী কঠোর পরিশ্রম করেন কারণ মোদীর লক্ষ্য অনেক বড়।

## বাড়ি আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

সি.পি.আই.এম কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামী জানিয়েছেন , বুধবার রাত বারোটা নাগাদ তাঁর সহ তাঁর পরিবারের সবাই নিজ বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়েন।

তাঁর ঘুমানোর পর গভীর রাতে কে বা কারা উনার বাড়ির লোহার গ্রীলের গেইটে আগুন লাগানো দেয় এবং তাঁর বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে এবং প্রচুর কাচের বোতলও নিক্ষেপ করেছে। যদিও এতকিছু ঘটলেও বিশ্বরূপ গোস্বামী সহ উনার পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে থাকায় কেউ কোনো কিছু টের পান নি।

বৃহস্পতিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে কাচের বোতলের টুকরো দেখে এবং গেইটে আগুন লাগানোর ফলে বেশকিছু অংশ জ্বলে গিয়ে কালো হয়ে যাওয়ার অংশ দেখে উনি আঁতকে ওঠেন। সাথে সাথেই উনি কৈলাসহর থানায় খবর দিয়েছেন এবং খবর পাওয়া মাত্রই কৈলাসহর থানার পুলিশ বিশ্বরূপ গোস্বামীর বাড়িতে গিয়ে পেট্রোল ভর্তি কাচের বোতল, ইটের বড় বড় টুকরো এবং কয়েকটি বিলেতি মদের খালি বোতল উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বিশ্বরূপ গোস্বামী প্রকাশ্যেই জানান যে, তাঁর সাথে ব্যক্তিগত ভাবে কারোর শত্রুতা নেই। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটানোর জন্যই শাসক দলের কর্মী সমর্থকরা এমন কাজ করেছে বলে তিনি দাবী করেন।

রাতের অন্ধকারে সি.পি.আই. মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামীর বাড়িতে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করার জন্য তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানান প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি বিধায়ক বিরজিত সিনহা। কৈলাসহর শহরের প্রতিটি এলাকায় পুলিশ মোতায়েন এবং রাতে পেট্রোলিং-এর শুরু করার জন্য দাবী করেন বিধায়ক বিরজিত সিনহা।

## বিভোর

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল।একমাত্র তৎকালীন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার সরকারি চাকরির জন্য দুহাত তুলে কাজ করেছিলেন।

তাঁর কটাক্ষ, ৩০ বছর যাবৎ কমিউনিস্টরা স্লোগান দিয়েছে জনজাতিরা তাদের বাম পকেটের মধ্যে থাকে।ত্রিপুরার জনজাতিদের এর থেকে অপমানের আর কিছুই নেই। এতদিন যাবৎ তারা জনজাতিদের অপমান করেছে। আজ তারা জনজাতিদের কাছে হাত চিহ্নে ভোট চাইছে। কমিউনিস্টরা সবসময় জনজাতিদের ভোট ব্যাঙ্ক হিসেবে পকেটের মধ্যে রাখত। মানুষকে ভয় দেখিয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে বাধ্য করত সিপিএম।কিন্তু বিজেপি সরকার জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, সিপিএম ও কংগ্রেসের কার্যকালের কাহিনী জনসম্মুখে তুলে ধরার সাহস নেই তাদের।কিন্তু বিজেপি সরকারের কার্যকালের কাহিনী জনসম্মুখে তুলে ধরার ক্ষমতা রয়েছে।দিল্লী থেকে শরণার্থীদের জন্য আসা টাকা থেকে সিপিমের ক্যাডাররা কমিশন নিতেন।

এদিন শ্রী দেব জিতেন্দ্র চৌধুরীকে একহাত নিয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, জিতেন্দ্র চৌধুরীর ক্ষমতা হয়নি বিধানসভা নির্বাচনে এসটি আসনে প্রার্থী হওয়ার। কারণ, তিনি জনজাতিদের জন্য ২৫ বছরে কিছুই করেনি। তিনি আদা কেলেঙ্কারির নায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী।

# বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আদালতে উপাচার্য

কলকাতা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : রাজ্যের বিএড বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাবা সাহেব অম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি) বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গড়ল রাজ্য শিক্ষা দফতর। আর্থিক বেনিয়ম, নতুন কোর্স-সহ একাধিক বিষয়ে অস্বচ্ছতার অভিযোগে এই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য। এর জন্য প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ আশুতোষ ঘোষকে নিয়ে একটি এক সদস্যর তদন্ত কমিটি গঠন করা রয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য শিক্ষা দফতরের তদন্ত কমিটিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ইতিমধ্যে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে বিএড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

এই ব্যাপারে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'শীর্ষ আদালতের নির্দেশে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার পরও কেন রাজ্যে তদন্ত কমিটি গড়ল সেটা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। তাই রাজ্যের কমিটিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে।'

এর আগেও একাধিক বিএড কলেজের পরিকাঠামো ও ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। এমনকী কিছু "ভুয়ো" কলেজের নামও সামনে আসে। তারপরই রাজ্যের বিএড কলেজের পরিকাঠামো নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়। সূত্রের খবর, যেসব কলেজের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল সেইসব কলেজকে সতর্ক করা হয়েছিল আগেই। কোনও কলেজের পরিকাঠামো নেই, কোনও কলেজে আবার পর্যাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা বা পড়ুয়া নেই। এমন নানা কারণে গত বছরের নভেম্বরে রাজ্যের ২৫৩টি বিএড কলেজের অনুমোদন বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। তারপর রাজ্যের বিএড কলেজের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছিল ৩৭১টি।

মাস কয়েক আগে বাবা সাহেব আম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটি জানিয়েছিল, কলেজ পরিচালনা করতে হবে এনসিটির ২০১৪ সালের নির্দেশিকা মেনে। যেসব কলেজ তা মানবে না, তাদের অনুমোদন বাতিল করা হবে। সেই মতোই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২৫৩টি কলেজের অনুমোদন বাতিল করা হয় গত বছরের নভেম্বরে।

বৃহস্পতিবার অধ্যাপক ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রতিবেদককে জানান, "পয়লা এপ্রিল একটি চিঠিতে কলেজগুলিতে ঘর-বিষয়ক অনিয়ম ও অনুপস্থিতদের বিএড ডিগ্রি দেওয়ার মত কিছু অদ্ভুত অভিযোগ তুলে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানায়, উচ্চ শিক্ষা দফতর। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা ৬০১টি কলেজের মধ্যে ৫৬৬ টি কলেজ সমস্ত নিয়ম মেনে অনুমোদন ও ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছে। আদালতের রায় মেনে, উচ্চ শিক্ষা দফতরও ভর্তির তারিখ বাড়ানোয় সম্মতি দিয়েছে। তারপর আচমকা এরকম চিঠি পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বিস্মিত।"

# ফের রাজ্যে আসছেন মোদী, একই দিনে উত্তরবঙ্গের তিন কেন্দ্রে মমতার সভা

কলকাতা, ১১ এপ্রিল, (হি.স.): দিন দশের মধ্যে ফের রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিজেপি সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার। এবার তিনি নির্বাচনী প্রচার করবেন বালুরঘাট ও রায়গঞ্জে। পাশাপাশি একই দিনে উত্তরবঙ্গের তিন কেন্দ্রে নির্বাচনী সভা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। ১৬ এপ্রিল আলিপুরদুয়ারে সভা করে তারপর শিলিগুড়িতে পথযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

আগামী ১৬ এপ্রিল মঙ্গলবার পরপর দুটি সভা করবেন নরেন্দ্র মোদী। বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জ সংসদীয় কেন্দ্রের হয়ে নির্বাচনী প্রচার সারবেন প্রধানমন্ত্রী। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে যে, প্রথমে ঠিক ছিল যে ১৭ এপ্রিল আসবেন তিনি। কিন্তু ১৭এপ্রিল রামনবমী পড়েছে। তাই ওই দিন সারা দেশের মতো রাজ্যেও রামনবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হবে। তাই প্রধামন্ত্রীর নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখেই ১৭-র বদলে ১৬ এপ্রিল তাঁর আসার দিন ঠিক হয়েছে।

দলীয় সূত্রে খবর, ১৬এপ্রিল প্রথমে উত্তরবঙ্গের বালুরঘাটে যাবেন তিনি। সেখানে দুপুর আড়াইটে নাগাদ বালুরঘাট রেলওয়ে স্টেশন গ্রাউন্ডে জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর। এরপর বিকেল সওয়া চারটা থেকে রায়গঞ্জের দক্ষিণ গোয়ালপাড়াতে সভা করবেন তিনি।

জানা গিয়েছে যে, উত্তরবঙ্গের রায়গঞ্জ কেন্দ্র নিয়ে কিছুটা চাপে রয়েছে গেরুয়া শিবির। কারণ ওই কেন্দ্রে বেশ ভালো ব্যবধানে ২০১৯ সালে জয়ী হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরী। তবে এইবার তাঁকে রায়গঞ্জ থেকে টিকিট না দিয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূলের খাসতালুক কলকাতা দক্ষিণ থেকে। আর রায়গঞ্জ থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন কার্তিক পাল। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, রায়গঞ্জের আসন থেকে বিজেপির জেতা কিছুটা হলেও নড়বড়ে মনে হচ্ছে। তাই ওই কেন্দ্রের বিজেপি কর্মী সমর্থকদের মধ্যে মনোবল বাড়াতে এবং রায়গঞ্জ আসনটিকে নির্বাচনে জিতিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে বিজেপির সবচেয়ে বড় তুরুপের তাস নরেন্দ্র মোদীকে ব্যবহার করতে চাইছে দল।

# ডিমা হাসাওয়ে চার শিশুর মৃত্যু এবং ৫০-এর বেশি আক্রান্তরা হামের শিকার না-অন্য কিছু, তা তদন্ত করছে স্বাস্থ্য দফতর

হাফলং (অসম), ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলার মাইবাং মহকুমার অন্তর্গত প্রত্যন্ত গ্রাম সেমখরে হাম (মিজিলস)-এর ব্যাপক প্রাদুর্ভাবে চার শিশুর মৃত্যু এবং ৫০-এর বেশি শিশু এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মাইবাং প্রাইমারি হেল সেন্টার ও হাফলং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বলে এক খবর প্রকাশিত হয়েছে। খবর প্রকাশিত হওয়ার পর আজ বৃহস্পতিবার জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে এক প্রেস বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, সেমখরে শিশুদের মধ্যে মিজিলস মহামারির আকার ধারণ করেছে তা মিজিলস না-অন্য কিছু তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।তবে সেমখর গ্রামে শিশুদের মধ্যে জ্বর সর্দি কাশি বমি ডায়ারিয়ার সঙ্গে শরীরে যে ফেঁ সকা বেরিয়েছে, সেজন্য চিকিৎসকের দল সেমখরে গিয় এই রোগে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য পাঠিয়েছেন। তাছাড়া চার শিশুর ঠিক কী কারণে মৃত্যু হয়েছে তা তদন্ত করে দেখতে একটি তদন্তকারী দল পাঠানো হয়েছে। তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে রোগের কারণ খতিয়ে দেখছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ইতিমধ্যে সেমখর গ্রামে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের দল নিয়োগ করা হয়েছে। তাঁরা অসুস্থ শিশুদের চিকিৎসা এবং সমগ্র বিষয়টি নজরদারি রেখে চলছেন। প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ইতিমধ্যে মাইবাং প্রাইমারি হেল সেন্টার ও হাফলং সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসারত বেশ কয়েকটি শিশু সুস্থ হয়ে উঠছে। অসুস্থ শিশুদের মুখের লালা ও রক্তের নমুনা ডব্লিউএইচও (হু) এবং শিলচরের এনপএসপিতে পাঠানো হয়েছে বলে স্বাস্থ্য বিভাগের প্রেস বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে।প্রসঙ্গত, গত দশদিন থেকে ডিমা হাসাও জেলার প্রত্যন্ত সেমখর গ্রামে এক বছর থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে হামের উপসর্গ জ্বর সর্দি কাশি বমি ও ডায়ারিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে।

# দুর্গাপুরের বন্ধ রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাকে হাতিয়ার করে শিল্পাঞ্চলের ভোটের লড়াই

দুর্গাপুর, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ভোট আসে ভোট যায়। রাজ্যে নতুন শিল্পের দেখা নেই। বন্ধ হয়ে গিয়েছে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ও মাঝারি বেসরকারি শিল্প কারখানা। সেইসঙ্গে বন্ধ হয়েছে শিল্পশহরের ৩টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারখানা। মাথার ওপর খাঁড়া ঝুলছে ডিএসপি, ডিটিপিএস সম্প্রসারণে জবরদখল উচ্ছেদের নোটিশ। আর এই জবরদখল উচ্ছেদ ও বন্ধ কারখানাকে হাতিয়ার করে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুরে ভোট যুদ্ধে নেমেছে বাম, বিজেপি ও তৃণমূল।

গত ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে দুর্গাপুরে একটি আসনে বিজেপি ও আর একটিতে তৃণমূল জয়ী হয়েছে। ২০০৯ সাল ও তার আগে বর্ধমান-দুর্গাপুর আসনটি বামেদের দখলে ছিল। ২০০৯ সালে লোকসভায় এই আসনে জয়ী হয়েছিল বামপ্রার্থী সাইদুল হক। তারপর গত ২০১৭ সালে দুর্গাপুর পুরভোটে মানুষ ভোট দিতে পারেনি বলে অভিযোগ। সেকারণে শাসকদল তৃণমূলের ওপর ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ। যার প্রতিফলন হয় ২০১৯ সালে লোকসভায়। ওইবছর বিজেপি প্রার্থী সুরিন্দর সিং আলুওয়ালিয়া শিল্পশহরবাসীর পূর্ণ সমর্থন পেয়ে জয়ী হন। এবারেও নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারলে বিজেপির জয়ের সম্ভাবনাও প্রবল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। আবার হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া বামেরা। দুর্গাপুরের শিল্প বাঁচানোকে হাতিয়ার করে পুরোদমে প্রচারে নেমেছে বামফ্রন্ট প্রার্থী সুকৃতি ঘোষাল। সিটু নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, শ্রমিক আন্দোলনের জন্য কারখানা বন্ধ হয় না। এমএএমসি বন্ধ হয়েছে বিজেপির আমলে। তখন প্রয়াত অটলবিহারী বাজপায়ী প্রধানমন্ত্রী। আর তার শারিক ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তখন বিজেপি, তৃণমূল কেউই রাজনীতির দায়িত্ব পালন করেনি। কর্মহীন হয়েছেন প্রায় ৩০ হাজারের বেশী মানুষ। দুর্গাপুর বাঁচাতে আবারও হারানো আসন দখলে মরিয়া তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। দলের গোষ্ঠীকোন্দলের মাঝেও পুরদমে প্রচারে ঝাপিয়ে পড়েছেন তিনি। তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ অবশ্য বলেন, দুর্গাপুরে বন্ধ কারখানা পুনরুজ্জীবনে কেন্দ্র সরকার তেমন কোন উদ্যোগই নেয়নি। বন্ধ কারখানাকে হাতিয়ার করেই প্রচারে নেমেছি। মানুষ এবারে বিজেপিকে ছুড়ে ফেলে দেবে। সব মিলিয়ে শিল্পাঞ্চলে বন্ধ কারখানার ইস্যু নিয়ে সরগরম লোকসভার রাজনৈতিক লড়াই।

# বাঁকুড়ায় সুসম্পন্ন হল সংস্কৃতি চক্র সম্মান প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাঁকুড়া, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : বাঁকুড়া জেলায় সুসম্পন্ন হল সংস্কৃতি চক্র সম্মান প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এক সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অকালে প্রয়াত সাংবাদিক ও নাট্যব্যক্তিত্ব জয়ন্ত বরাট ও সঙ্গীত শিল্পী জয়দেব বরাট স্মৃতি সংস্কৃতি চক্র সম্মানে ভূষিত হলেন বর্ষীয়ান সঙ্গীত শিল্পী কৃষ্ণা আচার্য ও মরোনোত্তর সম্মান প্রদান করা হয় তবলাবাদক কেদার বন্দোপাধ্যায়কে। বুধবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া বঙ্গবিদ্যালয় সভাগৃহে ভারতীয় সংস্কৃতি চক্র আয়োজিত অনুষ্ঠানে কৃষ্ণা আচার্যের হাতে স্মারক সম্মান তুলে দেন সংস্থার সভাপতি ডাঃ জীতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। প্রয়াত তবলাবাদক কেদার বন্দোপাধ্যায়ের পুত্র স্মারক ও মানপত্র গ্রহণ করেন।

# হরিয়ানার বাস দুর্ঘটনায় নিষ্পাপ শিশুদের মৃত্যুতে শোক রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): ইদের দিন মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। হতাহতদের প্রতি পরম মমতা প্রকাশ করলেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু।বৃহস্পতিবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, "হরিয়ানার মহেন্দ্রগড় জেলায় স্কুল বাস দুর্ঘটনায় বহু নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুর খবর হৃদয় বিদারক। ঈশ্বর শোকাহত পিতামাতা এবং পরিবারকে এই নির্মম ক্ষতি সহ্য করার শক্তি দিন। আহত শিশুদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।"প্রসঙ্গত, এদিন মহেন্দ্রগড়ের কানিনার উনহানি গ্রামের কাছে একটি স্কুল বাস উলটে যায়। এই দুর্ঘটনায় অন্ততপক্ষে ছয়জন শিশু মারা যায় এবং ১২ জনের বেশি শিশু গুরুতর আহত হয়েছে।

# জলপাইগুড়িতে ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় আসছেন অভিষেক

জলপাইগুড়ি, ১১ এপ্রিল (হি.স.): জলপাইগুড়িতে ঝড় বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুক্রবার জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়ের সমর্থনে ধূপগুড়িতে সভা করবেন তিনি।জানা গিয়েছে, বিকেলে আকাশপথে ধূপগুড়িতে পৌঁছবেন। তার আগে দুপুরে ধূপগুড়ি বিধানসভার ঝুমুরে সভা সেরে ঝড় বিধ্বস্ত বার্নিশ এলাকায় আসবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।জলপাইগুড়ি জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি মহুয়া গোপ বলেন, 'ধূপগুড়ির সভা শেষ করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বার্নিশ গ্রামে আসবেন। বার্নিশ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধানকে বলা হয়েছে, ঝড় বিধ্বস্ত এলাকার মানুষদের কোনও একটা জায়গায় নিয়ে আসতে। সেখানেই অভিষেক তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। বিকেল চারটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত অভিষেকের বার্নিশ সফরের জন্য অনুমতি নেওয়া হয়েছে। সভা শেষ করেই আমরা প্রার্থীকে নিয়ে বার্নিশে চলে আসব।'কয়েক মিনিটের ঝড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছে, জলপাইগুড়ির বেশ কয়েকটি এলাকা। ঘটনার পর জলপাইগুড়িতে নির্বাচনী প্রচারে এসে সভা করে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তৃণমূলের অভিযোগ, ঝড়-বিধ্বস্ত এলাকার মানুষরা আশা করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে তেমনটাই হয়নি। মোদী ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা না করেই সভা করে ফিরে গিয়েছেন। এবার সেই ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আসছেন অভিষেকও। ঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বললেন তিনি।

# আসাম রাইফেলস ও জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রীতি ক্রিকেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আসাম রাইফেলস জওয়ানদের সঙ্গে প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত। কথাটা ভাবলেই কেমন জানি দেশাত্ববোধক একটা শিহরণ জেগে ওঠে। কেননা, কথা প্রসঙ্গে কর্নেল ঐনাম আকাশ সিং যখন বললেন, সদ্য উনারা মনিপুর থেকে পেশাগত দেশসেবামূলক দায়িত্ব পালন করে আগরতলায় ১৮ আসাম রাইফেল রেজিমেন্টে এসে তেমন বিশ্রামে না গিয়ে বিনোদনমূলক প্রীতি ক্রিকেটে খেলতে মাঠে চলে আসাটাই সাংবাদিক ক্রিকেটারদের কাছে একটি বাড়তি পাওনা। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবও সাংবাদিকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ফাঁকে বিনোদনমূলক প্রীতি ক্রিকেটে সামিল হয়ে মেলবন্ধনে নিজেদের ব্রতী করেছেন। জয় পরাজয় মুখ্য নয়, কর্নেল ঐনাম আকাশ সিং এর নেতৃত্বে মেজর সংকল্প চক্রবর্তী, মেজর রাহুল রানা, এমন কি ড় আরএমও ক্যাপ্টেন দেশমুখ সহ পুরো এলিট ১৮ আসাম রাইফেলস প্ল্যাটুন পরিবারের স্কুল পড়ুয়া শিক্ষার্থীদের পর্যন্ত মাঠে এনে এক আনন্দঘন পরিবেশ তৈরি করেছেন।

টি-২০ আদলে সীমিত ১৫ ওভারের ম্যাচে এলিট ১৮ আসাম রাইফেলসের ভেঙ্কটেশ ভি-র সর্বাধিক ২৩ রানের ইনিংস এবং জেআরসি-র বাপন দাসের ১৪ রান সুব্রত দেবনাথের ১২ রান উল্লেখযোগ্য।

বলে-ব্যাটে অধিনায়ক অভিষেক দে, মেঘধন দেব, প্রসেনজিৎ সাহা, অনির্বাণ দেব, মনোজিৎ দাস, রবীন্দ্র শর্মা, দিব্যেন্দু দে, মিল্টন ধর, তাপস দেব প্রত্যেকেই অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের পরিচয় দিয়েছেন। আসাম রাইফেলস ক্রিকেট টিমের সুনীল কুমার রাই ম্যান অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছেন।

খেলা শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে কর্নেল ঐনাম আকাশ সিং বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সম্পাদক অভিষেক দে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং আগামী দিনেও এ ধরনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

# অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেট জমজমাট আজও রাজ্য জুড়ে ৭ জেলায় ৭ ম্যাচ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট এখন জমজমাট পর্যায়ে। আগামীকাল টুর্নামেন্টের চতুর্থ দিন। অনেকটা গত তিন দিনের মতোই আগামীকালও ৭ জেলার সাত মাঠে সাতটি ম্যাচ অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। রাজ্যজুড়ে অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের এই আয়োজন ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের। অনূর্ধ ১৩ রাজ্য ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সম্পন্ন হওয়ার পর অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের এই আসর। এক কথায়, আগামীকালও সাত জেলার সাত মাঠে সাতটি ম্যাচে ১৪টি দল মাঠে নামছে গত তিন দিনের মতোই। তেলিয়ামুড়ায় আমবাসা দল খেলবে তেলিয়ামুড়ার বিরুদ্ধে। রানিরবাজার ক্রিকেট মাঠে মোহনপুর ও জিরানিয়া পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

বিশালগড়ে সদর এ খেলবে বিশালগড়ের বিরুদ্ধে। ধর্মনগরে লংতরাইভ্যালি ও কমলপুর পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। কৈলাশহরে ধর্মনগর ও গন্ডাছড়ার খেলা। উদয়পুরে শান্তির বাজার খেলবে উদয়পুরের বিরুদ্ধে। বিলোনিয়ায় সাব্রুম ও অমরপুর পরস্পরের মুখোমুখি হবে। গ্রুপ লীগের খেলা চলবে ১৭ এপ্রিল পর্যন্ত। চার গ্রুপের সেরা চার দল সেমিফাইনালে খেলবে। ইতোমধ্যে উদয়পুর তিনটি ম্যাচ, সদর বি, সদর এ, কৈলাশহর, লংতরাইভ্যালি, বিলোনিয়া দুটি করে ম্যাচ জিতে শেষ চারের লক্ষ্যে এগিয়ে রয়েছে। সেমিফাইনালের লাইনআপ তৈরির জন্য আগামী কালের সাতটি ম্যাচের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

# সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-২০ লীগ পর্যায়ের শেষ দিনে ৬টি ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের খেলা আগামীকাল শেষ হচ্ছে। ইতোমধ্যে দুই গ্রুপ থেকে চারটি করে কোন ৮ টি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে তা নিশ্চিত হয়েছে। তবে দলগুলোর পজিশন চূড়ান্তকরণে আগামীকালের ছয়টি ম্যাচের ফলাফলের গুরুত্ব রয়েছে। আগামীকাল ফের তিন মাঠে ছটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একদিন বিরতি কাটিয়ে ফের তিন মাঠে দুই বেলায় ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হলে কোয়ার্টার ফাইনালের লাইন আপ চূড়ান্ত হয়ে যাবে। আগামীকালও সকাল বিকেল মিলিয়ে হবে ৬ টি ম্যাচ। পুলিস ট্রেণিং একাডেমি মাঠে সকাল সাড়ে ৮ টায় ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস খেলবে কসমোপলিটন ক্লাবের বিরুদ্ধে, দুপুর ১ টায় জেসিসি খেলবে পোল স্টার এর বিরুদ্ধে। এম বি বি স্টেডিযামে সকাল সাড়ে ৮ টায় শত দল সংঘ খেলবে মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে, দুপুর ১ টায় বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব খেলবে হার্ভে ক্লাবের বিরুদ্ধে। টি আই টি মাঠে সকালে ওপিসি খেলবে চলমান সংঘের বিরুদ্ধে এবং দুপুরে ব্লাড মাউথ ক্লাব খেলবে ইউনাইটেড বিএসটি-র বিরুদ্ধে। প্রতিটি দলই জয়ের লক্ষ্যে মাঠে নামবে। তবে গ্রুপ-এ থেকে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস, সংহতি, চলমান সংঘ এবং কসমোপলিটন ক্লাব যেমন কোয়ার্টার ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। তেমনি গ্রুপ বি থেকে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব, স্ফুলিঙ্গ ক্লাব, ইউনাইটেড বিএসটি এবং ব্লাড মাউথ শেষ আটে খেলার ব্যাপারে নিজেদের নিশ্চিত করেছে।

# সিনিয়র মহিলাদের ক্রিকেট আসরে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আগামীকাল। তাতে মুখোমুখি হবে জুটমিল কোচিং সেন্টার এবং মৌচাক কোচিং সেন্টার। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সিনিয়র মহিলাদের আমন্ত্রণ মূলক সীমিত ওভারের ক্রিকেটে। মেলাঘরের শহীদ কাজল ময়দানে হবে ম্যাচটি। মৌচাকের কাছে ম্যাচটির গুরুত্ব না থাকলেও জুটমিলের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচটি। আপাতত 'এ' গ্রুপে ৪ ম্যাচ খেলে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে তরুণ সঙ্ঘ শীর্ষ রয়েছে। ১২ পয়েন্ট নিয়ে ব্লাডমাউথ দ্বিতীয় স্থানে এবং ১০ পয়েন্ট নিয়ে জুটমিল তৃতীয় স্থানে রয়েছে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ব্লাডমাউথ মুখোমুখি হবে তরুণ সঙ্ঘের। ফলে জুটমিলের সামনে সুযোগ রয়েছে শেষ চারে যাওয়ার। তাই শুক্রবার শুধু জয় পেলেই চলবে না, রান রেটও বাড়াতে হবে মনোজিৎ দাসের দল জুটমিল কোচিং সেন্টারকে। এক্ষেত্রে দল তাকিয়ে থাকবে শেষ ম্যাচে ফর্মে ফেরার আভাষ দেওয়া ইন্দ্রাণী জমাতিয়ার দিকে। দুর্বল মৌচাকের বিরুদ্ধে যদি ইন্দ্রাণীর ব্যাট জ্বলে উঠতে পারে তাহলেই সাফল্য পাবে জুটমিল। এদিকে বামুটিয়ার তালতলা মাঠে অনুষ্ঠিত অপর ম্যাচে দুই দল চাম্পামুড়া কোচিং সেন্টার এবং লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

# রাজ্য অনূর্ধ-১৭ দাবা আসরের এনন্টি আহ্বান

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুদিনব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ-১৭ দাবা প্রতিযোগিতা শুরু হবে ২৭ এপ্রিল থেকে। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে আসর হবে এন এস আর সি সি-র দাবা হলঘরে। রাজ্য স্তরীয় এই প্রতিযোগিতা থেকে জাতীয় আসরে অংশগ্রহণের জন্য ত্রিপুরা দল গঠন করা হবে। ১ জানুয়ারি ২০07 সালের পর জন্ম দাবাড়ুরা অংশ নিতে পারবে আসরে। প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ইচ্ছুক দাবাড়ুদের ২৬ এপ্রিলের মধ্যে ৫০০ টাকা এনন্টি ফি সহ নাম নথিভুক্ত করতে রাজ্য দাবা সংস্থার পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023


# ঈদের আনন্দে সামিল মেয়র দীপক মজুমদার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।।** মুসলমানদের প্রধান উৎসব ঈদ-উল-ফিতর।ঈদের আনন্দে সামিল হয়েছেন আগরতলা পুর নিগমের নিগমের মেয়র তথা রামনগর উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী দীপক মজুমদার।আজ তিনি শুভেচ্ছা জানাতে রামনগরের বিভিন্ন মসজিদে গিয়েছেন।

তিনি বলেন, বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মুসলমান ঈদ উৎসবের অপেক্ষায় থাকেন। আজ পরিবার-প্রিয়জনদের নিয়ে একসঙ্গে আনন্দ করার দিন। মিষ্টিমুখে নতুন জামা পরে ঈদ উদযাপন করা হয় এই দিনে।

এদিন তিনি আরও বলেন, রমজান শেষ করে ইদের চাঁদ খুশির বার্তা নিয়ে আসে মুসলমান পরিবারে।পবিত্র ঈদ-উল-ফিতরে সকল মুসলিম ধর্মাবলম্বী জনগণের মঙ্গল কামনা করেছেন তিনি।

চৈত্র মাস শেষ হতে আর মাত্র একদিন। বৈশাখের প্রথমেই মর্তে পূজিত হন মা বাসন্তী। তাই মূর্তি পাড়ায় মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে।

## ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে বিধিনিষেধ আরোপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, এপ্রিল।।** ৫১ পিঠের এক পিঠ উদয়পুরস্থিত মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। মায়ের মন্দিরে কোনো ধরনের অশোভনীয় কাজ কোনোভাবেই বাঞ্চিত নয়। ইতিমধ্যেই গোমতী জেলা প্রশাসনের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে যেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মন্দিরকে নিয়ে কোনও প্রকার অশোভনীয় গান কিংবা মন্দির প্রাঙ্গনে নৃত্যের রিলস তৈরি করা এবং সেসব ভিডিও সামাজিক বা অন্য কোনো মাধ্যমে পরিবেশন করা হলে তার বিরুদ্ধে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।

## মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ এপ্রিল।।** উদয়পুর রেলস্টেশন এলাকায় দুটি বাইকের দ্রুত গতিতে থাকার ফলে ভয়াবহ যান দুর্ঘটনা ঘটে। সানীয় মানুষ ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছেন।দমকলকর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দ্রুত গতিতে থাকা দুটি বাইকের সংঘর্ষ ঘটে। তাতে দুইজন গুরুতর আহত হয়েছেন। বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। অপরদিকে অন্য আরেকটি বাইক পালিয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, তাদের বাড়ি উদয়পুরের রাজনগর এলাকায় হানিফ মিয়া ও নবির হোসেন।

## বাস দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে স্কুল বাস দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে শোক জানিয়েছেন। তিনি এক্স-এ পোস্ট করে লিখেছেন, হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে যে বাস দুর্ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমার সমবেদনা সেই সমস্ত পরিবারের প্রতি যারা এই দুর্ঘটনায় তাঁদের সন্তানদের হারিয়েছেন। সেইসঙ্গে আমি আহত সকল শিশুর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সকালে হরিয়ানার মহেন্দ্রগড়ে একটি স্কুলবাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে গেলে ৮ জন স্কুল পড়ুয়ার মত্যু হয় এবং ১৫ জন শিশু আহত হয়েছে। বাস চালকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ।

## ১৫ এপ্রিল অমিতশাহ জনসভা ঘিরে কুমারঘাটে বাইক র‍্যালী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।।** পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত লোকসভা আসনের ভোট প্রচারে রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে কুমারকাটে অনুষ্ঠিত হয় বিজেপির বাইক র‍্যালী। লোকসভা নির্বাচনে ত্রিপুরা রাজ্যের দুটি কেন্দ্রে বিপুলসংখ্যক বুটের ব্যবধানে বিজেপির জয়যুক্ত অনিবার্য সেই পথে হাটছেন নিজ দলের নেতা-মন্ত্রীরা ঊ প্রার্থীদের নিয়ে নেতৃত্বরা করছেন নানান কর্মসূচি। নির্বাচনী প্রচারকে আরো মজবুত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের আহ্বান জানানঊ পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনের প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মার নির্বাচনী প্রচারে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহ”জী ঊআগামী ১৫ই এপ্রিল কুমারঘাট পূর্ত দপ্তরের ময়দানে নির্বাচনী জনসভায় আয়োজন করা হয়। বিজেপির নেতৃত্বদের আয়োজিত নির্বাচনী প্রচারকে সামনে রেখে বুধবার পাবিয়াছড়া মন্ডলের যুব মোর্চার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় বাইক র‍্যালি ঊদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহজি এই নির্বাচনী জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন। তাই ওনার আগমনকে কেন্দ্র করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই র‍্যালী আয়োজন করা হয় ঊএদিনের র‍্যালির শুভ উদ্বোধন করেন ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক ভগবান চন্দ্র দাস। হাজারো কর্মী সমর্থক বাইকে চেপে কুমারঘাট শহর এবং শহর সংলগ্ন এলাকা পরিক্রমা করে পাবিয়াছড়া বিজেপির মন্ডল কার্যালয়ে এসে সমাপ্তি হয়। র‍্যালি শেষে মন্ডল কার্যালয়ের সামনে আলোচনা রাখেন প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস ঊআলোচনার সর্ব প্রথমে এই রেলিতে পাবিয়ছড়া বিধানসভার গ্রাম শহ সহ অন্যান্য এলাকা থেকে আগত যুবক ভাই-বোনদের স্বাগত জানান ঊতিনি বলেন আজকের এই র‍্যালি দেখে জব্দ হয়ে যাবে বিরোধীরা। আগামী ১৫ই এপ্রিল কুমারঘাট পিডব্লিউটি ময়দানে হবে ঐতিহাসিক জনসভা।

## বিপ্লবের সমর্থনে পদযাত্রা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।।** পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবের সমর্থনে আজ ৬ আগরতলা কেন্দ্রের ৮ নং ওয়ার্ড এলাকায় এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে।আজকের পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শম্পা সরকার, প্রদেশ বিজেপির সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত সহ অন্যান্যরা।

প্রদেশ বিজেপির সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত জানিয়েছেন, ১৭ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য সফরকে ঘিরে বিজেপির তরফ থেকে দিকে দিকে ঝড় বইছে। লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপি প্রার্থীদের সর্মথনে সব জায়গায় জনগণের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

## ধর্মনগরে ট্রাফিক ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ এপ্রিল।।** উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সদর ধর্মনগরে ট্রাফিক ব্যবস্থা জোরদার করার দাবি উঠেছে। ধর্মগরের ট্রাফিক আইনের অনিয়মকে কেন্দ্র করে বিবেকানন্দ পরমানন্দ সোসাইটির পক্ষ থেকে উত্তর জেলা পুলিশ সুপারের কাছে আজ এক ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ঈদের দিন একটা নির্দিষ্ট ধর্মের লোক ধর্মনগর শহরে বাইক চালিয়ে দুইজন তিনজন কখনো কখনো চারজন কোন ধরনের হেলমেট ব্যবহার নেই ট্রাফিক আইনের ধারণা করে যেমন ইচ্ছে তেমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথচ ট্রাফিক তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

এই বিশাল ধরনের অনিয়মকে ধিক্কার জানিয়ে বিবেকানন্দ প্রণমানন্দ সোসাইটির পক্ষ থেকে আইনশৃঙ্খলার সঠিক পর্যবেক্ষণের জন্য উত্তর জেলার পুলিশ সুপারের কাছে এক ডেপুটেশনে মিলিত হয়। কিন্তু উত্তর জেলার পুলিশ সুপার উপস্থিত না থাকায় তার পরিবর্তে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জেরেমি ড ডার্লিং এর সাথে এই নিয়ে আলোচনা হয় এবং ডেপুটেশনের কথোপকথন সব বিস্তারে বুঝিয়ে বলা হয়।

তিনি সম্পূর্ণ ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। ধর্মনগরে সকাল থেকে ঈদের দিনে একটা বিশেষ ধর্মের লোকেরা আইন-শৃঙ্খলা কে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন করে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে বলে ছাড়া ধর্মঘট জুড়ে একটা প্রতিবাদের ভাষা গড়ে উঠেছে। কিন্তু কেউ আইনকে নিজের হাতে নেয়নি বরং পুলিশের উপর আস্থা রেখে তাদের কাছে সার্বিক বিষয় সবিস্তারে জানিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিজেদের ঘরে চলে যায়।

# সারা ভারত কৃষক সভার ৮৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপিত

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।।** বিগত কিছু বছর যাবৎ কৃষকদের উপর নির্যাতন করা হচ্ছে। দেশের কৃষকরা ফসলের নায্য দাম পাচ্ছেন না। আজ সারা ভারত কৃষক সভার ৮৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবসে এমনটাই অভিযোগ করেছেন ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সহ-সভাপতি মতিলাল সরকার। আজ মেলারমাঠ কার্যালয়ে সারা ভারত কৃষক সভার ৮৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস ত্রিপুরা রাজ্য কমিটিও পালন করা হয়েছে। সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির অফিসে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য নেতৃত্বরা।

কমিটির সহ-সভাপতি মতিলাল সরকার বলেন, সামগ্রিক দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে এই প্রতিষ্ঠা দিবস সারা দেশের কৃষিজীবী পরিবারের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন, ১৯৩৬ সালের ১১ এপ্রিল সারা ভারত কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে জমির অধিকারের জন্য লড়াই চলছিল।

# স্বর্ণালঙ্কার চুরি, পুলিশের দ্বারস্থ দোকান মালিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ এপ্রিল।।** উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরস্থিত রাজন জুয়েলার্সে প্রকাশ্য দিবালোকে স্বর্ণালংকার চুরি কান্ডের মত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে পানিসাগর বাজারের ভগবতী জুয়েলারিতে।পরে পুরো ঘটনাটি সিসি ক্যামেরার ফুটেজে পরখ করে পুলিশের দ্বারস্থ হলেন দোকান মালিক।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ গত ছয় এপ্রিল দুপুর একটা একান্ন মিনিট নাগাদ পানিসাগর বাজারস্থিত ভগবতী জুয়েলারি নামক রেডিমেড স্বর্ণের দোকানে ক্রেতা সেজে এক চোর বেশ কিছু স্বর্ণালংকার হাতিয়ে বিশেষ বাহানায় গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়।কিন্তু এতদিন বিষয়টি জুয়েলারি মালিকের নজরে পড়েনি।বর্তমান চৈত্র মাসে দোকানের পুরনো স্টক মিলাতে গিয়ে গতকাল বিষয়টি নজরে পড়ে মালিক পক্ষের।পরে দোকানের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ প্রত্যক্ষ করে দেখা যায় যে সেদিন ক্রেতা সেজে আসা ব্যাক্তিটি কৌশলে দোকান থেকে দু জোড়া কানের স্বর্ণালংকার চুরি করে নিয়ে গেছে।এ মর্মে আজ পানিসাগর থানায় অজ্ঞাত পরিচয়হীন চুরের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেন উক্ত দোকান মালিক।এবার দেখার বিষয় পুলিশি তদন্তে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে উক্ত চোরকে পাকড়াও করা যায় কি না।

# লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম ও কংগ্রেসের অশুভ আঁতাতের জামানত জব্দ হবে : রাজীব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।।** লোকসভা নির্বাচনে সিপিএম ও কংগ্রেসের অশুভ অঁতাতের জামানত জব্দ হবে। আজ পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মণের সমর্থনে কৃষ্ণপুর মন্ডলের অন্তর্গত গোলাবাড়ী রাইস মেইল ময়দানে আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় একথা বলেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।এদিন তিনি বলেন, ২৫ বছর ত্রিপুরায় রাজত্ব করেছে সিপিএম। বিগত দিনে বামেরা স্লোগান দিত সিপিএম গরিবের সরকার।আসলে গরিবদের জন্য কখনো একটিও প্রকল্প করে নি। বরং গরিবকে কিভাবে আরও গরিব বানানো যায় সেই পরিকল্পনা করেছে।এদিন তিনি আরও বলেন, বিজেপি সরকার ত্রিপুরায় ক্ষমতায় বসার পর রাজ্যবাসীর জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা করেছে। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় রাজ্যবাসী ঘর পেয়েছে। ৬ বছরে প্রায় ১০ লক্ষাধিক মানুষ ঘর পেয়েছেন। তাঁর কথায়, সিপিএম ও কংগ্রেস রাজ্যবাসীকে কখনও গ্যারান্টি দিতে পারে নি। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী মানেই গ্যারান্টি।রাজপরিবারকে কখনো সম্মান করেনি সিপিএম। কিন্তু বিজেপি সরকার জনজাতি ও রাজপরিবারকে সম্মান দিয়েছেন। তাই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার জন্য আহ্বান করেছেন।

# বিজেপি সরকার ত্রিপুরার যুবকদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে : কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।।** বিজেপি সরকার ত্রিপুরার যুবক ও ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। আজ প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই অভিযোগ করেছেন প্রদেশ যুব কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। জনৈক কংগ্রেস নেতা অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যুবকদের স্বার্থে বিভিন্ন কাজ করবে। কিন্তু সরকারের মসনদে বসার পর যুবকদের স্বার্থে একটিও প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। বরং রাজ্যে বেকার সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।এদিন তিনি আরও অভিযোগ করেন, ত্রিপুরায় চাকরি নেই, কিন্তু বহিরাজ্যের যুবকরা রাজ্যে আসে ভুয়ো পিআরটিসি করে চাকরি পেয়ে যাচ্ছে।বিজেপি পরিচালিত সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে যাচ্ছে। তাই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে একটিও ভোট না দেওয়ার আহ্বান করেছেন তিনি। পাশাপাশি ত্রিপুরার দুইটি লোকসভা আসনে ইন্ডি জোটের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন।

# উপনির্বাচনেও বিশাল ব্যবধানে বিজেপি জয়লাভ করবে: অনুরাগ ঠাকুর

নয়াদিল্লি, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : হিমাচল প্রদেশে লোকসভার পাশাপাশি উপনির্বাচনেও বিশাল ব্যবধানে বিজেপি জয়লাভ করবে, এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর। তিনি বৃহস্পতিবার হিমাচল প্রদেশ সফরের তৃতীয় দিনে হামিরপুরের গান্ধী চকে একটি বিশাল জনসভায় ভাষণ দেন।

সেখানেই তিনি একথা বলেন।তিনি এদিন আরও বলেন, রাজস্থান এবং ছত্তিশগড়ে কংগ্রেস সরকার গঠিত হয়নি কারণ সেখানে এই দল একটি প্রতিশ্রুতিও পূরণ করেনি। দেশের মধ্যে মহিলাদের ওপর হিংসার ঘটনা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে রাজস্থানে। ছত্তিশগড়ে শুধু মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের সদস্যরাই সরকারি চাকরি পেতেন বলেও তিনি তোপ দাগেন।

কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর আরও বলেন, গত ১০ বছরে মোদী সরকার ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র্যসীমা থেকে বের করে এনেছেন। ৪ কোটি স্থায়ী বাড়ি, ১২ কোটি শৌচালয়, ১৩ কোটি মানুষকে কলের জল, ১১টি মা-বোনকে এলপিজি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ৮১ কোটি মানুষকে বিনামুল্যে খাদ্যশস্য এবং ৬০ কোটি মানুষকে বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্য বীমা প্রদান করেছে মোদী সরকার।

আজ পবিত্র রমজান ঈদ উপলক্ষ্যে ১৩নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর তথা নর্থ জোনাল চেয়ারম্যান প্রদীপ চন্দ এলাকার সংখ্যালঘু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ও কার্যকর্তাদের বাড়ি বাড়িতে গিয়ে তাদের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং তাদের হাতে মিষ্টি তুলে দেন।

## জুয়া বিরোধী অভিযানে সাফল্য পুলিশের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ এপ্রিল।।** জুয়া বিরোধী অভিযানে সাফল্য অর্জন করলো বাইখোড়া থানার পুলিশ। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের বিভিন্ন বিধিনিষেধগুলো সঠিকভাবে কার্যকর করতে ও লোকজনদের সুরক্ষা প্রদানে কাজ করে যাচ্ছে বাইখোড়া থানার পুলিশ। বাইখোড়া থানার অধীনে বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজদমনে কাজকরেযাচ্ছে ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস। বৃহস্পতিবার গোপনখবরের ভিত্তিতে কলসী বাজারে ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাসের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়।

এই অভিযানে কলসী বাজার থেকে জুয়া খেলার সামগ্রী এক বান্ডেল তাস, নগদ ১৪ হাজার ৫০ টাকা সহ ৭ জনকে গ্রেপ্তার করলো বাইখোড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে হাতে একটি মামলা নিলো বাইখোড়া থানার পুলিশ। জানাযায় বাইখোড়া থানার এইধরনের অভিযান প্রতিনিয়ত জারি থাকবে।

## নিগৃহীত বৃদ্ধা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ এপ্রিল।।** ছেলের শশুর বাড়ির লোকজনদের হাতে শারীরিকভাবে নিগ্রহের অভিযোগ তুলেছেন এক বৃদ্ধার।জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে উদয়পুর হঠাৎ চৌমুহনী এলাকার বাসিন্দা অমল দেবনাথের বচসা বাঁধে স্ত্রী মনি শর্মার সঙ্গে।

এই কারনে রাতে মনি শর্মার বাপের বাড়ির লোকজন এসে অমল দেবনাথ ও তার মা শুভারানি দেবনাথকে মারধর করে। এই অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাধা কিশোরপুর থানায় মামলা দায়ের করেন শোভা রানি দেবনাথ। তিনি ছেলের বউ মনি শর্মা, ছেলের শ্বাশুড়ি শুভদা শর্মা ও উনার দুই ছেলে প্রশন শর্মা ও রিমপ শর্মার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন।

## দুর্ঘটনা ঢাকায় সদরঘাটে লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে নিহত ৫

ঢাকা, ১১ এপ্রিল (হি.স.) : ইদের দিনেই মর্মান্তিক ঘটনা। বাংলাদেশের রাজধানী শহরের সদরঘাটে লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত পাঁচজনের।মৃতদের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন আছেন। এক দম্পতির সঙ্গে মারা গিয়েছেন তাঁদের শিশুকন্যাও। বৃহস্পতিবার, ইদের দিন, দুপুর ৩টা নাগাদ এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।প্রত্যক্ষদর্শী এবং পুলিশ সহ একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এমভি তাশরিফ-৪ এবং এমভি পূবালী-১ নামে দুটি লঞ্চ দড়ি দিয়ে পল্টুনে বাঁধা ছিল। লঞ্চ দুটির মাঝখান দিয়ে ফারহান নামের আরেকটি লঞ্চ ঢোকানো হচ্ছিল। সেই সময় এমভি তাসরিফ-৪ লঞ্চের দড়ি ছিঁড়ে যায়। পাঁচ জন যাত্রী লঞ্চে ওঠার সময় গুরুতর আহত হন। পরে তাঁদের মৃত্যু হয়।মৃতদের মধ্যে মধ্যে একজন মহিলা, তিনজন পুরুষ এবং একজন শিশু। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও পাঁচজন বলে জানান বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগের পরিচালক মো. জয়নাল আবেদিন।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।